প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৭ ❖ ২ - ৮ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ঈদ মোবারক

## ঈদুল আযহা : সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের মহোৎসব

## বন্ধু : তুমি যেন ঐ সূর্যটা

## রাখাল থেকে পালক: সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

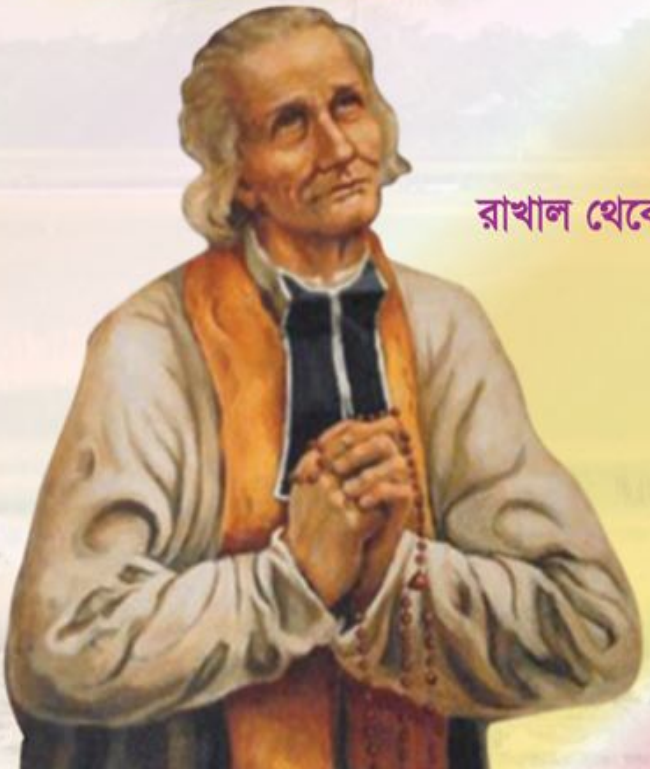

"Jesus said to her, I am the Resurrection
and the life, whoever
Believes in me will never die."
*John 11:25*

## প্রয়াত সিস্টার জ্যোৎস্না আরএনডিএম

জন্ম : ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম ব্রত : ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
চিরব্রত : ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

"প্রিয় যিশু আমায় তুমি বাসলে কত ভালো, দীপ শিখা গো জীবনে মোর জ্বালিয়ে দিলে আলো।"

এই গানটি, শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জ্যোৎস্নার খুব প্রিয় এবং পছন্দের গান ছিল। প্রায়ই তিনি প্রার্থনায় এই গানটি গাইতেন। আমরাও দেখেছি এবং অভিজ্ঞতা করেছি যে পিতা ঈশ্বর তাকে কতটা ভালবেসেছেন এবং কিভাবে তার জীবনের দীপ শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। যেন তিনি সবার মাঝে আলো ছড়াতে পারেন। জীবনের শেষ অবধি পর্যন্ত সিস্টার ঈশ্বরের ভালবাসায় ছিলেন। ঈশ্বর তাকে এতটাই ভালবেসেছেন যে তার এই ভালবাসার ফুলকে তার কাছে ডেকে নিয়েছেন যেন তার সঙ্গে থেকে তিনি স্বর্গে আলো ছড়াতে পারেন।

সিস্টার জ্যোৎস্না ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বাঙালহাওলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম ব্রত ৪ জানুয়ারি ১৯৯৫, চিরব্রত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। মৃত্যু ২৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। এই ব্রতীয় জীবনে তিনি ২৫ বছর ৬ মাস অতিবাহিত করেছেন। এই ২৫ বছরে তিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন জয়গায়, বিভিন্ন মানুষের মাঝে সেবা দান করেছেন। সব কাজই তিনি পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়ে করেছেন।

সিস্টার জ্যোৎস্না ছিলেন খুবই সাধারণ, প্রার্থনাশীল একজন ব্যক্তি। ঈশ্বরের উপর তার ছিল পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা। তিনি ছিলেন সর্বদা হাস্য-উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, আনন্দপ্রিয় মানুষ। তার মধ্যে ছিল মাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসা। চিন্তাশীলতা, সরলতা, পরিশ্রম, নম্রতা, সাহসিকতা, গ্রহণীয় মনোভাব, সত্যপ্রিয়, এগুলো ছিল তার জীবনের বসন। তিনি সব কিছুতেই পারদর্শী ছিলেন। সব দিকেই ছিল তার নজর। একাই অনেক কিছু ম্যানেজ করতে পারতেন। তিনি ছিলেন আমাদের আরএনডিএম সম্প্রদায়ের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত একটি মূল্যবান দান, একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, একটি সম্ভাবনাময় জীবন। তার এই চলে যাওয়া আমাদের প্রত্যেকের কাছেই আশ্চর্যজনক, আর আমরা সবাই হতভম্ব। এটি গ্রহণ করতে আমাদের প্রত্যেকেরই অনেক কষ্ট হচ্ছে। সিস্টার জ্যোৎস্না প্রমাণ করেছেন যিশুর সেই বাণী "তোমরা প্রস্তুত থাক, চোর যে কখন আসবে, আমরা কেউ জানি না।" সিস্টার জ্যোৎস্না আমাদের সচেতন করে গেছেন যেন আমরাও প্রস্তুত থাকি, জীবন রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য। তীর্থ যাত্রী হয়ে এসেছিলে তুমি, তীর্থ যাত্রীর মতই হঠাৎ করে চলে গেলে, রেখে গেলে অনেক স্মৃতি, অনেক ভালবাসা। সিস্টার আপনাকে ভুলার মত নয়। আপনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে, আমাদের সবার ভালবাসায়। চির অম্লান হয়ে থাকবে আপনার এই সুন্দর ক্ষুদ্র জীবন।

প্রভু যিশু মৃত্যুর তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি সিস্টার জ্যোৎস্না স্বর্গীয় পিতার সাথে মিলিত হয়েছেন। স্বর্গ থেকে আমাদের সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করছেন এবং আরএনডিএম পরিবারকে আশীর্বাদ করবেন।

আর এন ডি এম সিস্টারগণ, বাংলাদেশ
Congregation of Our Lady of the Missions
Bangladesh Province

Feat/112/20

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২৭
২ - ৮ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৮ - ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

**E-mail : wklypratibeshi@gmail.com**

**Visit : www.weekly.pratibeshi.org**

*সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত*

## সম্পাদকীয়

# ত্যাগের আলোতে উদ্ভাসিত হোক ঈদ ও বন্ধুত্বের আনন্দ

সারাবিশ্বের মুসলমান ভাইবোনদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদ। এ বছর বাংলাদেশে তা পালিত হবে ১ আগস্ট। ঈদ মানেই আনন্দ। তবে ঈদুল আযহার প্রকৃত আনন্দটা হলো ত্যাগময় দানের মধ্যে। যেকোন কিছু দিতে গেলে আমাদের ত্যাগ করতে হয়। তারপরও যখন অভাবী ভাইবোনদের কিছু দিতে পারি তখন আমাদের অন্তর নির্মল আনন্দে ভরে উঠে। ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদ সকলকে আহ্বান জানায় ত্যাগের মধ্য দিয়ে আনন্দ পেতে ও দিতে। কোরবানির উদ্দেশ্য হলো পবিত্রতার সাথে নিজেদের উৎসর্গ করা। তাই কোরবানির ঈদ আমাদের শিক্ষা দেয় ত্যাগের মাধ্যমে হিংসা, লোভ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজেকে সমর্পণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কোরবানির মাংস ভক্ষণ ও লোক দেখানো মাংস বিতরণের মধ্যে ঈদ উৎসব যেন সীমাবদ্ধ করে না রাখি। পশু কোরবানি ও কোরবানির সেই মাংসসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহভাগিতা একজন মানুষের মনের পশুকে বশ করে নিজেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত করে।

মহামারী করোনাভাইরাসের আক্রমণে দেশের সার্বিক অবস্থা যখন বিপর্যস্ত তখন ঈদুল আযহার বাহ্যিক আনন্দের মাত্রা কিছুটা কম হবার সম্ভাবনা রয়েছে। করোনাভাইরাসের কারণে অনেকে চাকুরি হারিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে কর্মহীন জীবন কাটাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পক্ষেই একাকী পশু কোরবানি দেওয়া সম্ভব হবে না। এখানেই সুযোগ এসেছে পরস্পরের সাথে একাত্ম হয়ে ও সহভাগিতা করে কোরবানির ব্যবস্থা করা এবং স্রষ্টার আশির্বাদ গ্রহণ করা। সময় এসেছে পরশ্রীকাতরতা, লোভ ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে উদার ও ত্যাগের মানুষ হয়ে উঠার। ঈদুল আযহার এই উৎসব প্রত্যেকজন মানুষকে, তবে বিশেষভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে পরশ্রীকাতরতা, লোভ ও স্বার্থপরতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানায়। স্বার্থপরতা মানুষের ত্যাগের মানসিকতাকে সংকীর্ণ করে ফেলে। ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তোলাই এ ঈদের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই স্বার্থপরতা ও লোভের পথ পরিত্যাগ করে সহভাগিতা ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পিতামাতার ত্যাগ ও ঈদের আনন্দ সহভাগিতা করার মনোভাব যেন সন্তানের পাথেয় হয়ে থাকে। আগামী দিনের প্রজন্ম যেন পরিবার ও সমাজ থেকে ত্যাগ, সহযোগিতা, সহভাগিতা, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সেবার মনোভাব নিয়ে বেড়ে এবং গড়ে উঠতে পারে।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গড়তে একজন কাথলিক যাজকের ভূমিকা অনন্য। যিনি শুধু নিজ ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যেই নিজের সেবাকাজ আবদ্ধ রাখেন না কিন্তু নিজ এলাকার সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যই সেবাকাজ করেন। খ্রিস্টমণ্ডলীতে ৪ আগস্ট পালিত হয় যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব দিবস। যাজক জন মেরী ভিয়ান্নী ভক্তদের মঙ্গলের জন্য অবিরত প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও উপবাস করতেন। মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য নিজে কষ্টস্বীকার করতেন। তিনি বড় দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজ প্রত্যাশা করেননি; কিন্তু যে দায়িত্ব'ই দেওয়া হয়েছে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করে গ্রহণ করেছেন এবং সর্বোত্তম ভালবাসা দিয়ে তা সম্পন্ন করেছেন। ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে যেকোন প্রতিকূলতা যে জয় করা সম্ভব তার উত্তম আদর্শ সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী। যাজকীয় জীবন ও যাকজীয় সেবাকাজ পরিপূরক তা যাজক জন মেরী ভিয়ান্নীর নিজ জীবনাদর্শ দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন। কোভিড-১৯ অবস্থায় সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর মত যাজকদের বড় বেশি প্রয়োজন। যারা ভক্তদের পাশে থাকবেন এবং প্রয়োজনে যেকোন প্রতিকূলকতা জয় করতে একসাথে পথ চলবেন। ক্যারিয়ার বা পদমর্যাদার পিছনে না ছুটে সহজ-সরল, সাদা-সিধে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর মত প্রার্থনাপূর্ণ, ত্যাগময়, ঈশ্বরকেন্দ্রীক জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে একজন যাজক যাজকীয় জীবনের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব নিজ জীবনে চর্চা করতে পারে। যাজকদের নম্রতা, কোমলতা ও ভালবাসায় ভক্তগণ যিশুর বন্ধুত্বের পরশ পায়। যিশু নিজেই তাঁর শিষ্যদের বন্ধু বলে আখ্যায়িত করে বন্ধুত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া ঈশ্বরের বিশেষ দান। আত্মিক বন্ধন ও পারস্পরিক প্রীতি খাঁটি বন্ধুত্বের ভিত্তি। যে বন্ধু সুখ-দুঃখে সব অবস্থায় পাশে থাকে সে-ই প্রকৃত বন্ধু। যেখানে বিন্দুমাত্র স্বার্থপরতা, লোভ ও মোহ থাকবে সেখানে প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে না। এই সকল অপবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে চেষ্টা করি অপরের ভালো বন্ধু হয়ে উঠতে।

ভালবাসা, সেবা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি ইতিবাচক মূল্যবোধ অনুশীলন করার মধ্য দিয়েই বন্ধুত্বের খাঁটিত্ব প্রমাণ হয়। পবিত্র ঈদুল আযহাও আমাদেরকে ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসায় উন্নত হতে আহ্বান জানায়। ঈদের আনন্দ অনেক বেড়ে যাবে যখন সামান্য একটু ত্যাগস্বীকার করে বানভাসি ও কোভিড আক্রান্ত মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারি। সকলের প্রতি রইলো ঈদুল আযহার অনেক শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক॥ ✝

## মঙ্গলবাণী

"সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইলো তারা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ঝুড়ি ভরে গেল।"
- (মথি ১৪:২০)

**অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org**

## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২ - ৮ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

**২ আগস্ট, রবিবার**
ইসাইয়া ৫৫: ১-৩, সাম ১৪৫: ৮-৯, ১৫-১৮, রোমীয় ৮: ৩৫, ৩৭-৩৯, মথি ১৪: ১৩-২১
ভার্চেল্লির সাধু ইউসেবিয়াস, বিশপ ও পিতর জুলিয়ান ইয়েমার্ড, যাজক-এর স্মরণ দিবস পালন করা হবে না।

**৩ আগস্ট, সোমবার**
জেরেমিয়া ২৮: ১-১৭, সাম ১১৯: ২৯, ৪৩, ৭৯-৮০, ৯৫, ১০২, মথি ১৪: ১৩-২১ অথবা মথি ১৪: ২২-৩৬

**৪ আগস্ট, মঙ্গলবার**
সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক, স্মরণ দিবস
জেরেমিয়া ৩০: ১-২, ১২-১৫, ১৮-২২,সাম ১০২: ১৫-২০, ২৮, ২১-২২, মথি ১৪: ২২-৩৬ অথবা মথি ১৫: ১-২, ১০-১৪

**৫ আগস্ট, বুধবার**
রোমে ধন্যা মারীয়ার নামে নিবেদিত মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
সাধারণ দিনের খ্রিস্টযাগ
জেরেমিয়া ৩১: ১-৭, সাম (জেরেমিয়া) ৩১: ১০-১৩, মথি ১৫: ২১-২৮
অথবা মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসের পাঠ
(বাণীবিতান -৩য় খণ্ড, বিবিধ)
প্রত্যাদেশ ২১: ১-৫, সাম (যুডিথ) ১৩: ১৮-১৯,লুক ১১: ২৭-২৮

**৬ আগস্ট, বৃহস্পতিবার**
প্রভু যীশুর দিব্য রূপান্তর, পর্ব
দানিয়েল ৭: ৯-১০, ১৩-১৪ অথবা ২ পিতর ১: ১৬-১৯, সাম ৯৬: ১-২, ৫-৬, ৯, লুক ৯: ২৮-৩৬

**৭ আগস্ট, শুক্রবার**
সাধু কাজেতান, যাজক (সাধারণ দিনের খ্রিষ্টযাগ যে কোন একটি স্মরণ দিবস)
নাহুম ২: ১, ৩; ৩: ১-৩, ৬-৭, সাম (২য় বিবরণ) ৩২: ৩৫-৩৬, ৩৯, ৪১, মথি ১৬: ২৪-২৮

**৮ আগস্ট, শনিবার**
সাধু ডমিনিক, যাজক, স্মরণ দিবস
হাবাকুক ১: ১২–২: ৪, সাম ৯: ৭-১২, মথি ১৭: ১৪-২০

### প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**২ আগস্ট, রবিবার**
+ ১৯৯৯ ফাদার পল সেন্ট অঞ্জ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

**৩ আগস্ট, সোমবার**
+ ১৯৬৫ সিস্টার অগ্‌লে ফর্টিয়ে সিএসসি

**৫ আগস্ট, বুধবার**
+ ১৯৩৬ ফাদার আঞ্জেলো রি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০২ ব্রাদার যোসেফ মাসলো এসএক্স (খুলনা)

**৬ আগস্ট, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯৫৭ ফাদার আলেসান্দ্রো বত্তিনেল্লি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৮ সাধু পোপ ষষ্ঠ পলের মৃত্যুবার্ষিকী
+ ২০০৫ সিস্টার ডফরমিনা কস্তা সিআইসি

**৭ আগস্ট, শুক্রবার**
+ ১৯৩০ সিস্টার এম. আলবার্টিণ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৬ ফাদার যাকোব এস. গমেজ ভুরা (ঢাকা)
+ ২০০৬ ফাদার জি.এম. তুরাঞ্জো সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ সিস্টার মেরী করুণা এসএমআরএ (ঢাকা)

৮ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৭৩ সিস্টার সেপ্ট-দোলার ডাভুরান্ড সিএসসি

# ধারা -১
# দীক্ষাস্নান সংস্কার

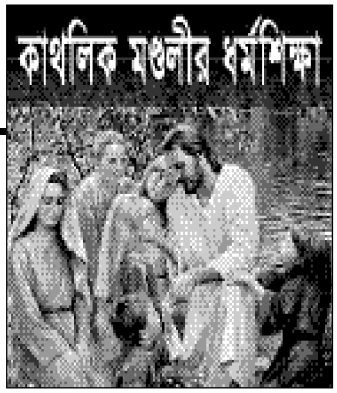


**১২২২:** পরিশেষে, জর্দন নদী পার হওয়ার মধ্যে দীক্ষাস্নানের পূর্বরূপ পরিস্ফুটিত, যার দ্বারা ঈশ্বরের মনোনীত জাতি, আব্রাহামের বংশধরগণের কাছে প্রতিশ্রুত দেশের দান লাভ করেছিল, যা ছিল অনন্ত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। এই আশিসধন্য উত্তাধিকারের প্রতিশ্রুত নব সন্ধিতে পূর্ণতা লাভ করবে।

### খ্রিস্টের দীক্ষাস্নান

**১২২৩:** প্রাক্তন সন্ধির পূর্ব-প্রতিকসমূহ যিশু খ্রিস্টে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি জর্দন নদীতে দীক্ষাগুরু যোহন কর্তৃক দীক্ষাস্নাত হবার পরেই তাঁর প্রকাশ্য জীবন শুরু করেন। পুনরুত্থানের পর খ্রিস্ট, তার প্রেরিতদূতগণের এই মিশন দায়িত্ব প্রদান করেন: সুতরাং, তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামের উদ্দেশ্যে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি সে সমস্ত তাদের পালন করতে শিখাও।

**১২২৪:** "সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করতে," আমাদের প্রভু সেচ্ছায় নিজেকে সাধু যোহেনের দীক্ষাস্নানের অধীন করলেন, যে দীক্ষাস্নান ছিল পাপীদের প্রতি নিরূপিত। যিশুর এই আচরণ ছিল নিজেকে নিঃস্বায়নের অভিব্যক্তি। পরম আত্মা, যিনি প্রথম সৃষ্টির জলরাশির উপর বহমান ছিলেন, তিনি তখন খ্রিস্টের উপর নেমে এলেন নবসৃষ্টির পূর্ব সূচনাস্বরূপ, এবং পিতা যিশুকে তাঁর প্রিয়তম পুত্র বলে প্রকাশ করলেন।

**১২২৫:** খ্রিস্ট তার নিস্তরণে দীক্ষাস্নানের নির্ঝরকে সকল মানুষের কাছে উন্মুক্ত করেছেন। জেরুসালেমে যিশু শীঘ্রই যে যাতনা ভোগ করতে যাচ্ছেন সেই যাতনাভোগকে ইতোমধ্যে দীক্ষাস্নান রূপে অভিহিত করেছেন, যে দীক্ষাস্নানে তাকে হতে হবে দীক্ষাস্নাত। ক্রুশার্পিত যিশুর বিদীর্ণ পার্শ্বদেশ থেকে প্রবাহিত জল ও রক্ত হচ্ছে নব জীবনের সংস্কার, দীক্ষাস্নান ও খ্রিস্টপ্রসাদের নির্দেশন। তখন থেকে ঐশ্বরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য "জল ও আত্মায় জন্মগ্রহণ করা" সম্ভব হয়ে উঠেছে।

### খ্রিস্টমণ্ডলীর দীক্ষাস্নান

**১২২৬:** পঞ্চাশত্তমীর দিন থেকে খ্রিস্টমণ্ডলী পবিত্র দীক্ষাস্নান উদ্‌যাপন ও প্রদান করে আসছে। তাইতো সাধু পিতর তার বাণী প্রচারে স্তম্ভিত জনতার কাছে ঘোষণা করেন: "মন পরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে যিশু খ্রিস্ট নামের খাতিরে দীক্ষস্নাত হও, তবেই সেই দান সেই পবিত্র আত্মাতেই পাবে।" প্রেরিতদূতগণ ও তাদের সহকারীবৃন্দ যে কেউই যিশুতে বিশ্বাস করেছে তাদেরই দীক্ষাস্নান প্রদান করেছেন: ইহুদী, ঈশ্বর ভীরু মানুষ ও বিজাতি। দীক্ষাস্নান ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এভাবেই সবসময় তা দেখা হয়: "তুমি ও তোমার বাড়ির সকলেই প্রভু যিশুতে বিশ্বাস কর, তবেই পরিত্রাণ পাবে" সাধু পল ফিলিপ্পী শহরে তার কারা রক্ষীর কাছে এই কথা ঘোষণা করলেন। কাহিনীতে আরও বলা হয়েছে, "সে নিজে ও তার সকল লোক দেরী না করে দীক্ষাস্নাত হলো।"

**১২২৭:** প্রেরিতদূত পলের কথা অনুসারে খ্রিস্টবিশ্বাসী দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের মৃত্যুতে একাত্ম হয়, তার সঙ্গে সমাহিত হয় এবং তার সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়:

তোমরা কি জানো না যে, আমরা যারা খ্রিস্ট যিশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে তার মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা তার সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

যারা দীক্ষাস্নাত হয়েছে তারা "খ্রিস্টকে পরিধান করেছে"। পবিত্র আত্মার শক্তিতে দীক্ষাস্নান হল অবগাহন যা ধৌত করে, পবিত্রকৃত করে, ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করে॥

# খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন, সিবিসিবি

## পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী - ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

### মূলসুরঃ ঈশ্বর-বিশ্বাস, ত্যাগ ও সহভাগিতা

**শ্রদ্ধেয় ও স্নেহের মুসলমান ভাই ও বোনেরা,**

ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় মহোৎসব পবিত্র ঈদুল আযাহ্ উপলক্ষে বাংলাদেশ ক্যাথলিক চার্চ ও বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের পক্ষে আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভক্তিপূর্ণ সালাম, খুশির 'ঈদ মোবারক' জানাচ্ছি।

**ঈশ্বর-বিশ্বাস, অনুগত্য ও ত্যাগ :** এই পবিত্র ঈদে যে ব্যক্তিটির জীবন সকল মুসলমান স্মরণ করেন তিনি হলেন পিতৃপুরুষ ও বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম ; আর যে-ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ঈদুল আযাহ্ তা হল, ঈশ্বরের আদেশের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে আব্রাহাম তাঁর নিজ পুত্রকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এখানেই আব্রাহামের ঈশ্বর-ভক্তি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস । এই ঘটনাকে স্মরণ করেই প্রতি বছর জ্বিলহজ মাসে ইসলাম ধর্মবলম্বী ভাইবোনেরা ঈশ্বরের কাছে পশু বলিদান করে থাকেন। ঈদ উল আযাহ মূলত এই ঘটনার মহোৎসব।

আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা আব্রাহামকে বিশ্বাসীদের পিতা হিসাবে শ্রদ্ধা করি ও ভক্তি করি। তাঁর আত্মত্যাগ ও ঈশ্বর-ভক্তির আধ্যাত্মিকতা ধ্যান করি এবং সেই আধ্যাত্মিকতায় জীবন-যাপন করি। খ্রিস্টবিশ্বাস অনুসারে ক্রুশে মুক্তিদাতা যিশুর বলিদানের পূর্বচ্ছবি আব্রাহামের এই বলিদান।

আর এইভাবেই এই ঈদ উল আযাহ্ মুসলমান ভাই-বোনদের সাথে আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসী সবাই চিন্তায় ঘটনাটির আধ্যাত্মিকতায় একাত্মতা প্রকাশ করতে পারি।

কুলপতি ও বিশ্বাসীদের পিতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, বলি বা কোরবানের চাইতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি আমাদের শর্তহীন ও স্বেচ্চাকৃত সাড়া দেওয়াই প্রধান। আব্রাহামের ন্যায় ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য এবং এর জন্য যে-কোন ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা।

বর্তমান বিশ্ব করোনায় আক্রান্ত! বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মানুষ উদ্বিগ্ন আর অনেকেই হতাশাগ্রস্থ। বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম্ আমাদের এমন পরিস্থিতিতেও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে প্রেরণা দেয়। আব্রাহাম যেমন ঈশ্বরের কাছ থেকে দেওয়া "পরীক্ষা"য় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনি প্রাত্যহিক জীবন চলার পথে বিভিন্ন পরীক্ষায় আমরা যেন জয়ী হই। এই মূল্যবোধ সার্বজনীন।

**সহভাগিতা:** বলিকৃত পশুর মাংস যারা গরীব, বিধবা, অনাথ এমন দুঃখী অভাবী ভাই-বোনদের সাথে সহভাগিতা করা হয়। এখানেও শিক্ষা পাই যে, কি কোরবানি দেওয়া হল, সেটি বড় কথা নয়, কি মনোভাব নিয়ে কোরবানি দেওয়া হল এবং এর মধ্যে সহভাগীতার বাস্তবতা কতটুকু এটিই প্রধান।

এই ঈদুল আযাহ্ তাই আমাদের সেবাকারী মানুষ হতে আহবান জানায়; সহভাগিতার মনমানসিকতা পোষণ করতে চেতনা দেয়; দীনদরিদ্রের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করে। উল্লেখ করার মত ঘটনা এই যে, এই করোনা ভাইরাসের বাস্তবতায় কতভাবে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের মানুষও একে অন্যের খবর নিচ্ছে; বহু স্বাস্থসেবাকর্মী শত ঝুকির মধ্যেও আক্রান্তদের সেবা করার জন্য এগিয়ে আসছে।

তবে এই সহভাগিতা শুধু ঈদের সময়ই নয়, বরং সব সময় ; শুধু মাংস বিতরণ করেই নয়, আরো অনেকভাবেই আমরা অসহায়দের সাহায্য সহযোগিতা দান করতে পারি: ন্যায্যতা, মানব মর্যাদা, সম্মান, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, মুখের ভাল দু'টি কথা, গরীব-দুঃখীদের খোঁজ-খবর নেওয়া, তাদের আতিথেয়তায় সাড়া দেওয়া, এমন কি সকল স্বার্থ ভুলে গিয়ে আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্যের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সহভাগীতা প্রকাশ করতে পারি। আর এই মূল্যবোধ সার্বজনী এবং সকল সময়ের জন্য। যতই সত্য-সুন্দর এই মূল্যবোধের বাস্তবায়ন, ততই অঢেল ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভক্তের উপর।

পবিত্র ঈদুল আযাহ্ মহোৎসবে এমন মূল্যবোধেই, বিশেষভাবে বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামের ঈশ্বর-বিশ্বাসের মূল্যবোধে আমরা, খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা আপনাদের সাথে একাত্ম হই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিতে। আপনাদের কোরবানি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর গ্রহণ করুন এবং ঈদের পুণ্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ আপনাদের সবাইকে দান করুন।

**সিবিসিবি খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের পক্ষে**

**ফাদার প্যাট্রিক গমেজ**
**সেক্রেটারী, সিবিসিবি খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন**
**সিবিসিবি সেন্টার, আসাদ এভেনিউ মোহম্মদপুর-ঢাকা।**

# ঈদুল আযহা: সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের মহোৎসব

**নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি**

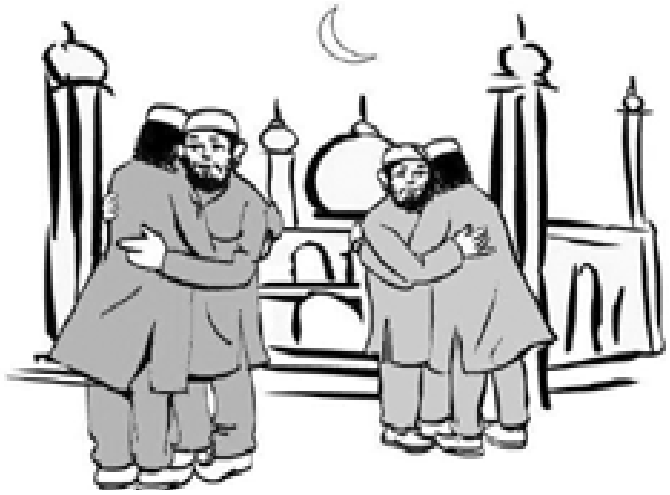

শৈশবে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতির হাত ধরে বেড়ে উঠেছি। উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার কদমতলী গ্রামটিতে আমরা যুগ যুগ ধরে শান্তি ও সম্প্রীতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সামনে রেখে মানুষ হয়েছি। আমাদের গ্রামটি মুসলিম-খ্রিস্টান অধ্যুষিত। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে আমাদের খ্রিস্টানপাড়া। আবার আমাদের খ্রিস্টানপাড়ার ভেতরেও রয়েছে বেশ কয়েকটি ঘর মুসলিম পরিবারের। ছেলেবেলায় আমারা মুসলিম ও খ্রিস্টান ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন একসাথে স্কুলে গিয়েছি। পড়ন্ত বিকালে আমাদের বাড়ির পাশে রাস্তায় ও মাঠে মেতে উঠেছি লুকোচুরি, কানামাছি, গোল্লাছুট, ক্রিকেট, ফুটবল, দাড়িয়াবান্দা ইত্যাদি খেলায়। খেলায় নিমগ্ন আমাদের মধ্যে তেমন কোন রেষারেষি হতো না। আজ মনে পড়ে সেই দিনগুলো, ঈদ ও বড়দিনকে সামনে রেখে আমরা কত যে আনন্দ করতাম। কত যে পরিকল্পনা করতাম! আমাদের আশে-পাশের গ্রামে রয়েছে তিনটি ঈদগাহ্ মাঠ। ঈদগাহ্ মাঠকে আমরা বলতাম মাঠ-নামাজ। প্রতিটি ঈদে নামাজ শেষ হলে আমরা গ্রামের প্রায় সব ছেলেরাই মাঠ-নামাজে যেতাম। সেখানে মেলা বসতো। আমাদের গ্রামের মুসলিম ছেলেরা আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যেত মাঠ-নামাজে। সারা দুপুর মাঠ-নামাজে কাটিয়ে তবেই বাড়িতে ফিরে আসতাম।

ঈদের সময় মুসলিম বাড়ির মত আমাদের খ্রিস্টান বাড়িতেও ভাল খাবার-দাবারের আয়োজন হতো। রমজানের ইফতারির সময় আমাদের কদমতলী বাজার থেকে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আমরাও ছোলা-মুড়ি কিনে আনতাম। ঈদের দিনে বাড়িতে বাড়িতে সেমাই রান্না হতো। ঈদের বিকালে মুসলিম ছেলেমেয়েরা নতুন নতুন কাপড় পড়ে আমাদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়াতো। আমাদের পাড়ার প্রায় প্রত্যেক মুসলিম মেয়েই ঈদের আগের সন্ধ্যায় বা ঈদের দিন সকালে আমাদের খ্রিস্টান মেয়েদের কাছে আসতো দু'হাত মেহেদির রঙে রাঙাতে। আমাদের খ্রিস্টান মেয়েরা মনের মাধুরি মিশিয়ে ওদের হাতে মেহেদির আলপনা এঁকে দিতো। ঈদুল আযহার সময় আমরা পাড়ার ছেলেরা কোরবানীর পশু জবাই করা দেখার জন্য আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে উপস্থিত থাকতাম। ঈদের দিন মুসলিম ছেলে-মেয়েগুলো আমাদেরকে ওদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেত, আপ্যায়ন করতো। আমরাও আমাদের বড়দিন ও পুনরুত্থানের সময় ওদের আপ্যায়ন করতাম। বড়দিনের সময় আমরা বাড়ি-বাড়ি তোরণ সাজাতাম এবং আমাদের সাজানো শেষ হলে বাড়তি সাজ-সজ্জার সামগ্রীগুলো মুসলিম ছেলেদেরকে দিয়ে দিতাম। কারণ আমাদের সাজানোর সময় ওরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত, সাহায্য করত। পরে দেখতাম, আমাদের বড়দিনে ওরাও ওদের বাড়ি সাজিয়েছে, রাস্তায় কলাগাছের তোরণ বানিয়েছে। আমি নিজেও ওদের ডাকে সাড়া দিয়ে বেশ কয়েকবার। ওদের বাড়িতে কলাগাছের তোরণ বানিয়ে দিয়ে এসেছি।

বড়দিনের পূর্বে যখন আমরা কীর্তনের মহড়া (রিহার্সাল) দিতাম, তখন মুসলিম ছেলেরাও আমাদের সঙ্গে রাত অবধি পাশে বসে থাকতো। বড় ভাল লাগতো সেই দিনগুলো। তখন বুঝিনি আমরা যে সম্প্রীতির মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠছি। তখন ভাবতাম এটাই তো স্বাভাবিক। আজ এতোদিন পরে এসে প্রায়ই উপলব্দি করি, মাঝে মাঝে গর্বও করি এই নিয়ে যে, আমরা শৈশব হতেই শান্তি ও সম্প্রীতির সন্তান। শান্তি ও সম্প্রীতি যেন আমাদের রক্তের সাথে মিশে আছে। স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম প্রায় দুই যুগ আগে। সেই হতে আজোবধি কখনো আমাদের গ্রামে খ্রিস্টান-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি পরিলক্ষিত হয়নি। শৈশবে আমরা যখন মাঝে মাঝে দুষ্টামি করে মুসলিম ছেলে-মেয়েদেরকে আমাদের সঙ্গে খেলায় নিতে না চাইতাম, তখন ওরা আমাদের মায়েদের কাছে গিয়ে নালিশ করতো। আর তখন আমরাও আমাদের মায়েদের আদরমাখা নির্দেশে ওদেরকে আমাদের সঙ্গে খেলায় নিতাম। এভাবেই আমরা শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের হাত ধরে আমাদের গ্রামটাকে; আমাদের দেশটাকে ভালবাসতে শিখেছি। হাতে হাত রেখে হাঁটতে শিখেছি, মানুষ হয়েছি। এ তো গেল সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের মোড়কে জড়ানো আমাদের ছেলেবেলা। এবার আসি পবিত্র ঈদুল আযহার প্রসঙ্গে।

পবিত্র ঈদুল আযহা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসবের অন্যতম। ঈদুল আযহা আমাদের দেশে কোরবানীর ঈদ নামেই সমধিক পরিচিত। 'ঈদ' ও 'আযহা' দু'টিই আরবী শব্দ। 'ঈদ' এর অর্থ উৎসব বা আনন্দ। আর 'আযহা' অর্থ কোরবানী বা উৎসর্গ করা। উৎসর্গীকৃত পশু, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জবাই করে তাঁর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা হয়, সেই সার্থক প্রচেষ্টার যে আত্মিক আনন্দ তাই ঈদুল আযহা নামে অভিহিত। আল-কোরআন অনুযায়ী, হযরত ইব্রাহীম আঃ (বাইবেলে আব্রাহাম) একবার আল্লাহ'র আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইলকে (আঃ) তাঁর পূর্ণ সম্মতিতে কোরবানী করতে উদ্যত হন। পবিত্র মক্কা নগরীর নিকটস্থ মীনা নামক স্থানে এই মহান কোরবানীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীমের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হয়ে আপন সন্তানকে কোরবানীর চরম মুহূর্তে পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে তার পুত্রের স্থলে একটি পশু (দুম্বা) কোরবানী করতে আদেশ দেন। আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের কারণে হযরত ইব্রাহীম আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করেন। জগতের নজিরবিহীন নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের এই

মহান ঘটনার স্মরণে আজও মুসলিম উম্মার সর্বত্র আত্মত্যাগের প্রতীক হিসাবে পশু কোরবানী করা হয়। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, "এই কুরবানীর রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছায় না, ইহার গোস্তও নয়, বরং তাঁহার কাছে পৌছায় কেবল তোমাদের তাক্ওয়া *(২২: ৩৭)*।" পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে, "নিরন্তর তোমার প্রতিপালক প্রভুর জন্য নামাজ পড় এবং কোরবানী কর *(১০৮:২)*।" বিধান অনুযায়ী, কোরবানীকৃত পশুর প্রাপ্ত মাংসের তিন ভাগের এক ভাগ মালিক, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও বাকি এক ভাগ দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এতে দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের দায়িত্ব পালনের একটি অপূর্ব সুযোগ ঘটে এবং একই সঙ্গে ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে সুস্পর্ক গড়ে উঠে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, কোরবানীদাতা তত নেকী (অনুগ্রহ) লাভ করতে সক্ষম হবে, যত পশম ঐ কোরবানীর পশুর শরীরে আছে। আরবী সালের হিসাব অনুযায়ী, জ্বিলহজ্ব মাসের দশ তারিখ থেকে বার তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত (ঈদের দিন নামাজের পর) ঈদুল আযহার কোরবানী করার নির্ধারিত সময়। পবিত্র হাদিস শরীফে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরো বলেছেন যে, "কোরবানীর দিন যে সকল পশু জবাই করা হয়, হাসরের মাঠে সে পশুগুলো স্বীয় কোরবানীদাতাকে নিজ পিঠের উপর তুলে নেবে এবং বিদুৎ গতিতে পুলসিরাত পার করিয়ে বেহেশতে পৌছে দিবে।" ঈদুল আযহা তাই পরম আত্মত্যাগ ও ভ্রাতৃপ্রেমের ঈদ। শান্তি ও সম্প্রীতির ঈদ।

কথায় আছে, বার মাসে তের পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ জন্মসূত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের লাল-সবুজের বাংলাদেশ। এই দেশে আমরা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসীগণ বংশ পরম্পরাগতভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছি। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমাদের দেশের প্রতিটি ধর্মেরই সুমহান ও মৌলিক আদর্শগুলো হচ্ছে ক্ষমা, ভালবাসা, নম্রতা, পরার্থপরতা, পরোপকার ও দরিদ্রদের সাহায্যদান ইত্যাদি। আমাদের দেশীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-প্রথা ইত্যাদি ভিন্ন হওয়াটা স্বাভাবিক। আমরা প্রত্যেকেও একে অন্য থেকে পৃথক। কেবল গায়ের রং, দেহের আকৃতি, সামাজিক অবস্থান, পেশা ইত্যাদির দিক দিয়েই নয় বরং মন-মানসিকতা, চিন্তাধারা ও মতামতের দিক থেকেও আমরা স্বতন্ত্র। সুতরাং বিভিন্নতা অবশ্যস্বীকার্য। তবে মানুষ মাত্রই আমাদের জীবনের উৎস এক ও অভিন্ন। তাই আমাদের জীবনের পারমার্থিক লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন। একথা বললে হয়তো ভুল হবে না যে, আমরা একই পরিবারে একই পিতার বহুজন সন্তান। আমাদের বাসস্থান এক, আমাদের পিতাও এক। হয়তো আমরা সময়ের প্রয়োজনে আজ আলাদা। আবার বলা যায়, আমরা একটি গাছের কয়েকটি ডালপালা। যার যেদিকে ইচ্ছে নিজেকে সেদিকেই বিস্তার করেছি, তবে কাণ্ড ও শেকড়ের সাথে আমরা সকলেই এক। আমাদের সৃষ্টিকর্তাও তেমনি মাত্র একজন। তাঁকে আমারা বিভিন্ন নামে ডাকলেও আমরা সবাই এক ও অভিন্ন এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি। তাই আমরা নির্বিবাদে স্বীকার করতেই পারি যে, আমরা একই মানব পরিবারের সদস্য এবং পরস্পর ভাই-বোন। শৈশবে মনের অজান্তে এই ধারণাই তো হৃদয়ে লালন-পালন করেছি।

বিশ্বের প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের জীবনাদর্শ দেখেও আমরা এই কথাই স্বীকার করতে বাধ্য। তাঁদের প্রত্যেকের শিক্ষার মধ্যেই এই সত্য ও সার্বজনীনতা বিদ্যমান। আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোও অকপটে স্বীকার করে, মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এ এক পরম সত্য যে, ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের জন্য; মানুষ ধর্মের জন্য সৃষ্টি হয়নি। মানুষের জীবন যাতে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ হয় এবং মানুষ যাতে ইহজগতে ও পরজগতে সুখী হতে পারে সেজন্যই ধর্ম। আমি বিশ্বাস করি যে, যা-কিছু মানুষকে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পথে ধরে রাখে এবং জীবনের পরম মঙ্গল অর্জনে সহায়তা করে তাই ধর্ম। ধর্ম মানুষের হৃদয়-আত্মার সেই বিশ্বাস যা তার মধ্যে বিশেষ জীবনবোধ, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয়। ধর্ম আমাদেরকে সর্বদা অনুপ্রাণিত ও আহ্বান করে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের পথে চলতে, আমৃত্যু শান্তি ও সম্প্রীতিকে ভালবাসতে ও চর্চা করতে। একজন প্রকৃত শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃপ্রেমী মানুষ ফলভারে আনত বৃক্ষের ন্যায় সর্বদা বিনয়ী, নম্র ও কোমলপ্রাণ। বলা বাহুল্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব গোলাপ ফুলের ন্যায় আপনা থেকেই তার সৌরভ বিলিয়ে দেয়। তার জন্য কোন প্রকার বিজ্ঞাপন বা প্রচারের প্রয়োজন হয় না। আর এজন্যই প্রস্ফুটিত সুগন্ধী ফুলের মত শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছেই সমাদৃত ও আদরণীয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মানবতার জননী শেখ হাসিনা প্রায়শই বলেন, "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।" আসুন আমরা সার্বজনীনভাবে প্রার্থনা করি যেন বর্তমান মহামারীর করোনাকালেও এবারের পবিত্র ঈদুল আযহার মহান আত্মত্যাগ ও আনন্দ আমাদের দেশের জন্য যেন বয়ে আনে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের নতুন আলোকধারা।

**তথ্যসূত্র:**


১. ইসলাম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন কোর্স, পবিত্র আত্মা মেজর সেমিনারী, বনানী, ঢাকা, ২০১৯ খ্রি.।

২. বাংলাপিডিয়া, প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।

৩. ছুফি, মাও. আব্দুল মান্নান: মাকছুদুল মোমেনীন বা বেহেশতের চাবি, শেফা দরবার শরীফ, ফেনী, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ॥



**দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**

স্থাপিত : ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, রেজি. নং -৮৩/০৭, দড়িপাড়া ধর্মপল্লী, পো: অ: কালীগঞ্জ, উপজেলা : কালীগঞ্জ
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর, বাংলাদেশ, মোবাইল : ০১৮৩২৭৬৭০২৪, ০১৭৩১৩৯৪৯২১

**বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি নির্বাচন - ২০২০**

এতদ্বারা দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বিগত ১০-০৭-২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ব্যবস্থাপনা, ঋণদান ও পর্যবেক্ষণ পরিষদের যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ০৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ৯ ঘটিকা হতে বিকাল ৫ ঘটিকা (বিরতিহীন) পর্যন্ত দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ- এর **"বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের ০১ জন চেয়ারম্যান, ০১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ০১ জন সেক্রেটারী, ০১ জন ম্যানেজার, ০১ জন ট্রেজারার, ০৭ জন সদস্য। ঋণদান পরিষদে ০৩ জন সদস্য ও পর্যবেক্ষণ পরিষদের ০৩ জন সদস্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন ২০২০" অনুষ্ঠিত হবে।** উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয় জানার জন্য অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

**অপূর্ব যাকোব রোজারিও**
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিষদ
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

**পংকজ লরেন্স কস্তা**
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা পরিষদ
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

**অনুলিপি :** সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো
১। জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর।
২। উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
৩। দড়িপাড়া গির্জা।
৪। নোটিশ বোর্ড।
৫। অফিস কপি।

*বিপ্র/১১৫/২০*

# সৌহার্দ্য সম্প্রীতির ঈদ

## বনের পশুকে নয়, মনের পশুকে কোরবানি দিন

**খোন্দকার এরফান আলী বিপ্লব**

ঈদ অর্থ খুশি আর আনন্দ। দীর্ঘ এক বছর পর অনাবিল আনন্দ ও অফুরন্ত খুশির বারতা নিয়ে আমাদের মাঝে আবার এসেছে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির ঈদ। অর্থাৎ ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদ। ঈদুল আযহা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এক মহান দিন ও মহান আল্লাহর দেয়া বিশেষ নেয়ামত। এদিন সবার ঘরে-ঘরে বয়ে যায় আনন্দের উচ্ছাস ও হাসি-খুশির বন্যা। তখন ধনী, গরিব, দুঃখী সকলে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক কাতারে কাধ মিলায়। এদিন সকলের মুখেই ফুটে ওঠে হাসি। আমাদের চারদিকের আকাশ-বাতাসও যেন আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠে। আমরা সকল প্রকার লোভ-লালসা, হিংসা- বিদ্বেষ, জাতি গোত্র ভুলে গিয়ে আবদ্ধ হই সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বন্ধনে। তখন আমাদের কত ভালোই না লাগে। আহা! সারা বছরই যদি আমাদের মাঝে এমন আনন্দ বয়ে যেতো! কিন্তু মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য এ আনন্দ আসে বছরে দু'বার, দু' ঈদে। তা হচ্ছে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে।

আরবী ১২ মাসের মধ্যে সর্বশেষ অন্যতম একটি মাস হচ্ছে জিলহজ। এটি বছরের চারটি সম্মানিত মাসের একটি। এ মাসেই পালিত হয় মুসলিমদের ২য় বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আযহা। ধর্মীয় নিয়ম অনুযায়ী ঈদুল আযহায় বিত্তবান বা সামর্থবানেরা পশু কোরবানি করে থাকেন। কোরবানি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং একটি নিদর্শন। এমনকি পবিত্র জিলহজ মাসে স্বচ্ছল (ছাহেবে নিসাব) ব্যক্তিদের দ্বারা কোরবানি করা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। ১০, ১১ ও ১২ জিলহজের মধ্যে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলে কোরবানি করা ওয়াজিব। ইসলাম ধর্ম মতে প্রত্যেক ছাহেবে নিসাব নারী-পুরুষের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য (ফাতাওয়া আলমগীরি ৫: ২৯২, ফাতাওয়া শামি ৪৫৩, ৪৫৭)। কোরবানি বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী হচ্ছে "তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো ও কোরবানি দাও" (সুরা আল কাওছার)। এ আয়াতের তাফসিরেও এসেছে তুমি ঈদের নামাজ আদায় করো ও কুরবানি দাও। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেছেন 'সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কোরবানি করে না সে যেনো আমাদের সাথে ঈদগাহে না আসে' (ইবনু মাজাহ)। হাদিসটিতে সামর্থবান ব্যক্তিদের কোরবানি পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে। ইসলাম মানুষের কল্যাণার্থে জিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ এ তিন দিন (কোন কোন মত অনুযায়ী ৪ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ পর্যন্ত) কোরবানি আদায় করার সুযোগ দিয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, রবিআহ, লাইস ইবন সাআদ, ইমাম আওয়ারী, ছুফিয়ান ছাত্তাড়ির মতে পশু কোরবানি ওয়াজিব। তাছাড়া হানাফি মাযহাব অনুযায়ী প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর পশু কোরবানি করা ওয়াজিব। সেজন্য গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট, প্রভৃতি হালাল প্রাণী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবেহ করে

কোরবানি দিতে হবে। আল্লাহ বলেন 'তোমরা কোরবানির পশুর গোশত খাও ও নিঃস্ব ফকিরকে খাওয়াও *(সুরা আল হজ্জ: ২৮)*। নবী হযরত ইবরাহীম আঃ এর ত্যাগের শিক্ষা নিয়ে একমাত্র হালাল উপায়ে ও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই যথা নিয়মে কোরবানি করা উচিত। কিন্তু বর্তমান সমাজে দেখা যায় কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি নয়, ববং সমাজে লোক দেখানোর জন্য এবং একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করেও কোরবানি দিয়ে থাকেন, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র হালাল উপার্জনের অর্থে খরিদ করা পশু ও খাঁটি নিয়ত ছাড়া কোন কোরবানিই আল্লাহ কবুল করবেন না। আর তাই বনের পশুকে কোরবানি দেয়ার আগে নিজের মনকে করা চাই পাক-পবিত্র অর্থাৎ পবিত্র মন নিয়ে হালাল উপার্জনে কোরবানি করে সেই মাংস গরিব, দুঃখী, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার নামই ত্যাগ বা কোরবানি। তাই বলা যায় বনের পশুকে নয়, মনের পশুকে কোরবানি দেয়া উচিত। অর্থাৎ মনের মধ্যে জমে থাকা যত হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, একে অন্যের প্রতি প্রতিযোগিতা, সুদ, ঘুষের প্রতি মোহ সব কিছু বর্জন করে কোরবানির নিয়ত করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হযরত আলী (রা:) এর খেলাফতকালে আরবে প্রতিযোগিতামূলকভাবে উট জবেহ করা হতো। তার খেলাফতকালীন সময়ে কুফায় বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকেরা কুফা ছেড়ে আশে-পাশের এলাকায় চলে যায়। এসময় বিখ্যাত কবি ফরযদকের পিতা গালিব ছিলেন সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে কুফা থেকে এক দিনের দূরত্বে বনু কালিবের এলাকায় চলে যান। তিনি তার ভাতৃ সম্প্রদায়ের জন্য একটি উট কোরবানি করে কিছু মাংস হাদিয়া হিসেবে সোহাইমের কাছে পাঠান। ২য় দিন গালিব ২টি উট কোরবানি করেন। সেদিন সোহাইমও ২টি উট কোরবানি করে। ৩য় দিন গালিব ১০টি উট কোরবানি করেন। সেদিন সোহাইমও ১০টি উট কোরবানি করে। ৪র্থ দিন গালিব ১০০টি উট কোরবানি করেন। কিন্তু সেদিন ঐ পরিমাণ উট না থাকায় সোহাইন কোন উট কোরবানি করতে পারেনি। একসময় দুর্ভিক্ষ শেষ হলে সকলে নিজ এলাকায় ফিরে যায়। সোহাইমের গোত্র বনু রিয়াহ এ সংবাদ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে সোহাইমের অপারগতায় তাদের বংশকে ছোট ও অপমানিত করা হয়েছে। তাই গোত্রের লোকেরা উট দিয়ে সহায়তা করে। সোহাইম গোত্রের লোকের সহায়তায় পাল্লা দিয়ে ৩০০টি উট জবেহ করে। এ সংবাদে খলিফা হযরত আলী (রা:) এর নিকট পৌঁছালে তিনি ঘোষণা করেন এ পশুগুলোর মাংস খাওয়া হারাম। কেননা এগুলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং গর্ব ও অহংকার নিয়ে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য করা হয়েছে। খলিফার নির্দেশে ঐ জবেহ করা উটের মাংসকে কূপের মধ্যে ফেলা হয়। এ থেকেও আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত যে, বনের পশুকে কোরবানি দেয়ার আগে আমাদের গর্ব, অহংকার প্রতিযোগিতা ভুলে নিজ মনকে পরিশুদ্ধ করা দরকার। তারপর খাঁটি মনে কোরবানির নিয়ত করা। এই হোক আমাদের আজকের কোরবানি শিক্ষা। আসুন বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের এই মহামারীর সময়েও আমরা সামর্থ্য অনুযায়ী হালাল উপায়ে কোরবানি করি। হিংসা বিদ্বেষ সবকিছু ভুলে গিয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়াই, গরীব দুঃখীদের সাহায্য করি। সবাই একসাথে মেতে উঠি ঈদের আনন্দে। ঈদ সকলের জীবনে বয়ে আনুক হাসি-খুশি আর অনাবিল আনন্দ॥

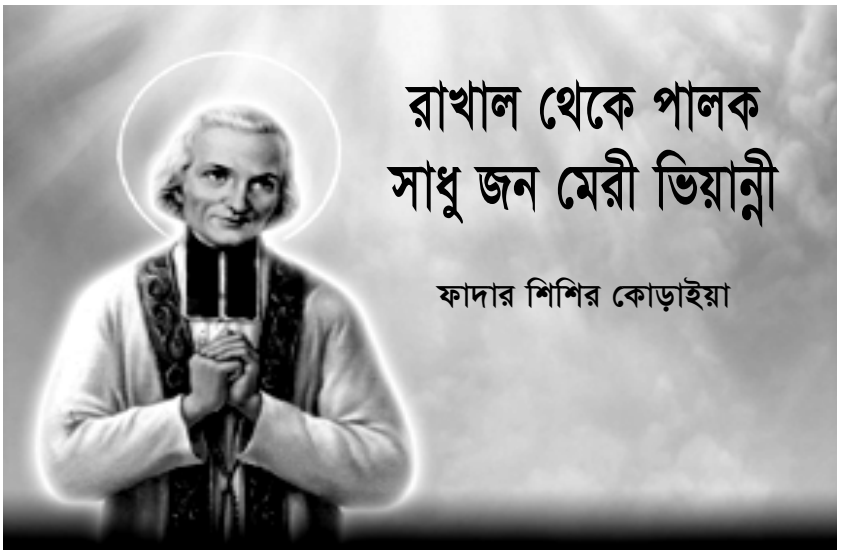

# রাখাল থেকে পালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

**ফাদার শিশির কোড়াইয়া**

বিশ্ব বিধাতা নিপুন হাতের গড়া এই সুন্দর পৃথিবীতে তাঁর কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবক্তা-সাধু ব্যক্তিদের প্রেরণ করেছিলেন। যারা সুখ-আনন্দ-আরাম আয়েশ ভুলে ঈশ্বরের বাণী প্রচারে করে পাপী মানুষের মন পরিবর্তনের জন্য উপবাস, প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার করে গেছেন সারাটা জীবন। আর এদেরই একজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী। তাঁর কাছে জীবন ছিল সাধনা ক্ষেত্র, কোন রণক্ষেত্র নয়। তাঁর সেই সাধনা ছিল ঈশ্বরকে আপন করে পাবার সাধনা। তাঁর জীবন ছিল ঐশ অনুগ্রহ ও কৃপায় পূর্ণ। তাঁর ঐশ অনুগ্রহ ও কৃপাপূর্ণ জীবন ও আদর্শ অনুসরণ করে আজ জাগতিকতার যুগেও ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ খ্রিস্টমণ্ডলীর সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করছেন।

মহান সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী ফরাসী বিপ্লব এবং নাস্তিক সম্রাট নেপোলিয়নের ঘোর বিরোধীতার যুগে ফ্রান্সের লিওন ধর্মপ্রদেশের ডারডিলি গ্রামের এক ধার্মিক কৃষক পরিবারে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ও মার নাম ছিল ম্যাথিউ ও মেরী ভিয়ান্নী। বাল্যকালে বেশির ভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন বাবার হয়ে মেষ চড়িয়ে।

ছোট-ছোট, অতি সাধারণ কাজ। অন্যদের মতই কাজ ও খেলাধূলার মাঝেই আনন্দে যাপন করেছিলেন দিনগুলি। এই আনন্দের মাঝেই ভবিষৎতের স্বপ্নজাল বুনতে আরম্ভ করেন। সেই স্বপ্নজাল গরু চড়ানোর রাখাল নয়, যাজক হওয়ার স্বপ্নজাল। মায়ের কথা শুনেই তিনি যাজক হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চায়। শিশুকাল থেকেই জন ভিয়ান্নী ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল মানুষ, তাঁর মায়ের খ্রিস্টবিশ্বাস, ভক্তি ও প্রার্থনার ছাপ পড়েছিল তাঁর অবুঝ হৃদয়-মনে।

ছোটকালেই জন মেরী ভিয়ান্নী যাজকীয় জীবন এবং যাজক বরণ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। তাঁর আদর্শ মা নিজের সাধ্যানুসারে তাঁকে যাজকীয় জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেন। অবশেষে তাঁর মায়ের অনুপ্রেরণায় ফাদার বালী তাকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। যাজকীয় জীবনের জন্য লেখা-পড়ার সুযোগ করে দেন। কিন্তু বিধিবাম! যাজকীয় জীবনের জন্য পড়াশুনা করা বিশেষভাবে ল্যাটিন ভাষা শেখা তাঁর কাছে খুবই কঠিন ছিল। ফাদার বালী ছিলেন জন ভিয়ান্নীর জন্য রক্ষীদূতের মত। ফাদার বালী তাঁর মধ্যে উৎসাহ যোগাতেন। তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টা চালাতেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ফাদার বালীর বিশেষ প্রচেষ্টা, প্রার্থনা, উৎসাহ এবং তাঁর নিজের প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, সততা, সরলতা, নম্রতা ও পবিত্রতার গুণে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট পুরোহিত পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর বিষয়ে ভিকার জেনারেল বলেন, "শুধুমাত্র বিদ্বান পুরোহিত নয় মণ্ডলীর প্রয়োজন পবিত্র পুরোহিত"।

যাজক বরণ-গ্রহণের পর তাঁকে পাঠানো হল একুলী ধর্মপল্লীতে তাঁর পিতৃতুল্য পালক-পুরোহিত ফাদার বালীর সহকারী হিসেবে। এখানে এক বৎসর কাজ করার পর ফাদার ভিয়ান্নীকে পাঠানো হয় আর্স নামক একটি ধর্মপল্লীতে। যেখানে জনসংখ্যা খুবই কম ছিল। এই ধর্মপল্লীতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের খুব অভাব ছিল। তিনি বেশীরভাগ সময় কাটাতেন ধ্যান, প্রার্থনা, উপবাস, সাক্রামেন্ত্রের আরাধনা করে। এখানকার মানুষজন ছিলেন মদ্যপানে আসক্ত, অনৈতিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে অবশ্যই এইসব পথ ভ্রষ্ট মানুষদের মনে পাপের জন্য অনুতাপ-অনুশোচনা, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ক্ষমার বিষয়ে নিশ্চয়তা ও পবিত্রতার পথে জীবন-যাপন করতে সাহায্য করতে হবে । তাদের মনপরিবর্তনের জন্য তিনি তাঁর প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ করলেন।

ফাদার ভিয়ান্নী আরস-এর লোকদের ধর্ম-কর্মে, খ্রিস্টযাগে যোগদান, প্রার্থনার জীবনে উদাসীনতা অবহেলা দেখে তখনই তাদের ধর্মশিক্ষা দিতে, পাপের পথ ত্যাগ করতে, প্রার্থনা-খ্রিস্টযাগে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করতে কখনও ক্ষান্ত হননি। তাঁর আমন্ত্রণে যারা গির্জায় না আসত নিজেই পরিশ্রম করে তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্মশিক্ষা দিতেন, কোমলভাবে মন পরিবর্তন করতে সাহায্য করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যা নিজের শক্তিতে অর্জন করা না যায় তা যায় প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা। তাই তিনি জীবনের সব বিষয়েই প্রার্থনা, উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করতেন। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী কখনও জনগনের উপর নিজের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেননি। তিনি জনগণের সাথে খুব মধুর মধুর কথা বলতেন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ছিল।

এক দশকের মধ্যেই আর্স ধর্মপল্লীতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। এরই মাঝে অখ্যাত ধর্মপল্লী হয়ে যায় বিখ্যাত। গ্রামের চেয়ারম্যান আর্সের পরিবর্তন দেখে বলেছিলেন " আমাদের মাঝে একজন সাধু পুরোহিত আছে"।

ফাদার জন মেরী দিনে ১৪ থেকে ১৮ ঘন্টা পাপস্বীকার শুনতেন। পাপস্বীকারে তিনি লোকদের মনের কথা বলে দিতে পারতেন। তিনি হৃদয়ের গভীরতা বুঝতে পারতেন, সবচেয়ে কঠিন পাপীকে অনুতাপের পথে ফিরিয়ে আনতে পারতেন এবং সান্ত্বনার কথা পরামর্শ দিয়ে সকলের মধ্যে পবিত্র জীবন যাপনের ইচ্ছা জাগাতে পারতেন।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কঠোর কৃচ্ছতা সাধন করে ৭৩ বৎসর বয়সে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট ফাদার জন ভিয়ান্নী মৃত্যুবরণ করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ একাদশ পিউস তাঁকে সাধু বলে ঘোষণা করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সাধু জন ভিয়ান্নীকে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক এবং পাল-পুরোহিতদের প্রতিপালক সাধুরূপে ঘোষণা করা হয়।

সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর জীবন শুরু হয়েছিল মেষ চড়ানোর রাখালের কাজ দিয়ে। তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস, ঈশ্বর নির্ভরশীলতা এবং প্রার্থনা উপবাস, ত্যাগস্বীকার ও জীবনভর কৃচ্ছতাসাধন তাঁকে করে তুলেছে একজন মহান ব্যক্তি। তাঁকে করে তুলেছে একজন পালক, আত্মার পালক। তাঁর জীবনে পালকীয় কাজের লক্ষ্য ছিল মানুষের আত্মাকে পরিচর্যা করা এবং রক্ষা করা। পালক হিসাবে মানুষের আত্মাকে অন্বেষণ করা, আত্মাকে চেনা, আত্মার বাস্তব অবস্থা জানা ও আত্মার নীরব আর্তনাদ শুনাই ছিল তাঁর কাজ। যা তিনি অতি বিশ্বস্তভাবে করে গেছেন। উত্তম মেষপালক যিশুর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেই সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী হয়ে উঠেছেন পালকত্বের আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন একজন আলোকিত মানুষ, হয়ে উঠতে পেরেছেন রাখাল থেকে একজন পালক॥

# বন্ধু : তুমি যেন ঐ সূর্যটা

**সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ**

বন্ধুত্ব মানে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে অধ্যায়ে থাকে প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা, বিশ্বাস-আশা ও নির্ভরশীলতা। আর বন্ধু মানে বন্ধু। বন্ধু মানে অপেক্ষা। আবার কখনো বন্ধু মানে হল বিশ্বাস, কখনো বা বন্ধু মানে হল আত্মার বন্ধন। এ জন্য অতি সহজেই বলতে পারি, একজন ভাল বন্ধু মানে হল সেই, যার সাথে সুখ-দুঃখের কথা বলা যায় এবং পরস্পরের মাঝে সহভাগীতা করা যায়, বিপদে-আপদে সর্বদা পাশে থাকে। তাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক হচ্ছে একটি মধুর সম্পর্ক। আর এর উৎস হল হৃদয়, যে হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ। প্রত্যেক মানুষের জীবনে বন্ধুর আগমন ঘটে এক শান্তির বারতা নিয়ে এবং তা হৃদয়ে এনে দেয় প্রশান্তি । সে ঝড় হয়ে নয়, কাঁটা হয়েও নয়, সে আসে একমুঠো ভালবাসা নিয়ে। ভালবাসাই বন্ধুত্বকে জীবন দেয় ও বাঁচিয়ে রাখে। এ জন্য বন্ধু কখনো পুরাতন হয় না, বন্ধু সর্বদাই নতুন। সীমাহীন শূণ্যতা ও নিতান্ত অসহায়বোধের সময়ও বন্ধুর উপস্থিতিতে মানুষ ফিরে পায় অফুরন্ত আনন্দ ও আশার আলো। অর্থাৎ যেখানে অত্যন্ত একজন সৎ, বিশ্বস্ত ও যথার্থ বন্ধু আছে সেখানে সবকিছুর সমাধানও আছে। তাই শুধু আমার কেন, প্রত্যেকের জন্যই একজন উত্তম বন্ধু অপরিহার্য।

মনোমুগ্ধকর সৃষ্টির দিকে চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পাই, রূপসী বাংলার প্রাকৃতিক রূপের মাধুর্য এবং তা যে কেড়ে নিয়েছে প্রতিটি বাঙ্গালীর ভালবাসার মন। বিশেষভাবে ঊষালগ্নে, পূর্ব দিগন্তে রক্তিম সূর্যোদয়ের সাথে সাথে স্বচ্ছ ও মিষ্টিমধুর আলোকরশ্মি যেন সত্যিই সবকিছুকে উজ্জ্বল ও আলোকময় করে তুলছে। প্রকৃতির সবুজ শ্যামলে ঘেরা বন-বনানী, কাননে ফোটা হাজারো ফুল, দিগন্তের প্রান্তর মাঠ, সমুদ্রের তরঙ্গ কল্লোল, মায়ের কোলে নবজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি, সুন্দরী রমনীর রূপের মাধুরী, নিরাশার আঁধারে জর্জরিত যুবকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, নব-দম্পতির হাজারো স্বপ্ন এবং জীবনের পড়ন্ত বিকেলেও এক প্রবীনের আশার সঞ্চারণ ঘটে। এই সবের মধ্যে সূর্য যেন এক ভালবাসার উৎস। যা থেকে সব কিছু বিচ্ছুরিত হয়ে প্রতিটি প্রাণীই যেন নতুনত্ব ফিরে পায়। পৃথিবীর ঐ সূর্যটা যেন সবকিছুর মধ্যেই পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে প্রেমের আলোকছটা, হৃদয়ে এনে দিচ্ছে নতুন প্রাণের স্পন্দন, জীবনটাকে করে তুলে নির্মল আনন্দে পরিপূর্ণ। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর

সবকিছুর অন্তরালে সূর্যটা যেন লুকিয়ে আছে এক অপরিমেয় রহস্যকে সাথে নিয়ে।

তাহলে বুঝতেই পারছি যে বন্ধু ছাড়া আমরা মানব জাতি কোন আনন্দময় জীবন-যাপন কল্পনাই করতে পারি না। বিখ্যাত মনিষীদের ক্ষেত্রেও এই রকম ছিল। তারাও তাদের বন্ধু এবং বন্ধুত্বকে নিয়ে বেঁচে ছিলেন। তাই তাদের জীবনেও রেখাপাত করেছিল সেই বন্ধুত্বের ছায়া। উইলিয়াম শেক্সপিয়রের মতে- "কাউকে সারাজীবন কাছে পেতে চাও? তাহলে প্রেম দিয়ে নয় বন্ধুত্ব দিয়ে আগলে রাখ কারণ প্রেম একদিন হারিয়ে যাবে কিন্তু বন্ধুত্ব কোনদিন হারায় না।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতে, "দুটি দেহের একটি আত্মার অবস্থানই হলো বন্ধুত্ব।" বন্ধু মানে প্রতিটি মানুষের অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক তবে সব অভিব্যক্তি একই সূত্রে গাঁথা। আমার ব্যক্তি জীবনে আমার বন্ধু যেন প্রতিটি দিনের ঐ সূর্যটা। যে সূর্য আমার জীবনকে উজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপ্তিমান করে তুলছে। যার সংস্পর্শে এসে আমার জীবন হয়েছে ধন্য। জীবনের এক সোনালী মধ্যাহ্নে, নীরব-নিভৃত ছোট্ট কুটিরে বন্ধু এসেছিল স্বর্গীয় সুখের বারতা নিয়ে, উজ্জ্বলতায় ভরপুর এক নব জীবনের দ্বীপ জ্বেলে। আর তাই তো বন্ধুর কথা মনে পড়লেই চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে দুরন্তমনা সেই ছোট বেলার হাজারো মধুর স্মৃতি। স্মৃতি বিজড়িত সেই দিনগুলো আজ হীরক খণ্ডের মত যেন মনের পর্দায় জ্বল জ্বল করে জ্বলে ওঠে। এই তো সেই দিনগুলোর কথা, যখন বন্ধুর সাথে এক সঙ্গে পুতুল খেলেছি, কদম তলায় বসে মনের সুখে সুরে-বেসুরে গান করেছি, বর্ষার রিম-ঝিম বৃষ্টিতে হাত ধরে হেঁটেছি, বকুল ফুলের মালা গেঁথে পরস্পরের গলায় পরিয়ে দিয়েছি, একটু অভিমান হলেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা চিঠি লিখেছি। আজও মনে পড়ে সেই মেঠো পথ দিয়ে প্রিয় স্কুলে এক সাথে আসা-যাওয়া, খেলা করা, ক্লাসে এক সাথে বসে দুষ্টামী করা এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা। বন্ধুত্বের সেই স্মৃতিগাঁথা দিনগুলো যেন ইতিহাসের পাতায় আজ অক্ষয় হয়ে রইলো।

জীবনটা কতই না আনন্দের ছিল, সেখানে ছিল না কোন হতাশা-নিরাশা, কিন্তু ছিল শুধু অফুরন্ত নির্মল আনন্দের স্রোতধারা। অস্কর ওয়াইল্ড বলেন, "একজন সত্যিকারের বন্ধু তোমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।" সময়ের পরিক্রমায় পার্থিব জগতের এ সুদীর্ঘ যাত্রাপথে আমার বন্ধুও যেন প্রতিনিয়তই আছে আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে, এক আলোর দিশারী হয়ে । তাই জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন মূহুর্তেও খুঁজে পাই আলোর পথ, মরুময় প্রান্তরেও পাই স্বচ্ছ জলের সন্ধান, নিরাশার আধাঁরেও খুঁজে পাই নব আশা এবং অব্যক্ত বেদনাতে শুনতে পাই যেন সান্তনার বাণী ।

সময়ের ব্যবধানে আজ যে যার জীবন পথ বেছে নিয়েছি। জীবনটাকে অনেক সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়েছি। নিজ নিজ অবস্থানে থেকে বিকশিত হয়েছি। পৃথিবী হাতের মুঠোয় চলে এসেছে তাই দু'জন দু'জনার কাছ থেকে দূরে থাকলেও যোগাযোগের মাধ্যমটা অবিচ্ছিন্ন রয়ে আছে। তাই বন্ধুর সংস্পর্শটা না পেলেও দূরের মৃদু ভালবাসার কণ্ঠই আমাকে সবকিছু বুঝতে সাহায্য করছে। তাই আজ বন্ধু দিবসে, বন্ধুকে বলি- তোমার প্রেম, তোমার ভালবাসা রেখেছি সযতনে। কোনদিনও তা নিঃশেষ হতে দিব না মোর জীবনে। কারণ হে মোর বন্ধু, তুমিই একদিন বলেছিলে, "চাঁদ ডুবে যাবে, পৃথিবী অন্ধকারময় হবে কিন্তু আমার জীবন থেকে কোন দিনও মুছে যাবে না তোমার-আমার ভালবাসার স্মৃতি"। অক্ষুন্ন থাক আমাদের বন্ধুত্ব জীবনের সেই শেষ সূর্যোদয় পর্যন্ত॥

# বন্ধুত্ব

## সিস্টার মেরী জেনেভি এসএমআরএ

"বন্ধুত্ব হলো জীবনের নানা উপহারগুলোর একটি এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া একটি অনুগ্রহ। বন্ধুদের মধ্যদিয়ে প্রভু আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন। এবং পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যান।" পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের এই কথাগুলো দিয়েই শুরু করলাম। সত্যিই বন্ধুত্ব হলো ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এক অমূল্য উপহার। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপহার। পিতা-মাতা সন্তান জন্মদানের সাথে সাথেই পিতা-মাতা হয়ে উঠেন। সন্তানও জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে পরিবারের সবার আপন হয়ে উঠে। জন্মসূত্রে আমরা কারও সন্তান, কারও ভাই-বোন হয়ে উঠি। আবার বিবাহ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে আমরা আবার আরেকটা পরিবারের আপনজন হয়ে উঠি। এভাবে কত সামাজিক, ধর্মীয় বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু বন্ধুত্ব এমন একটা আত্মার সম্পর্ক যেখানে কোন সাধারণ নিয়ম প্রয়োজন পরে না। এটা একটা অকৃত্রিম সম্পর্ক। এই সম্পর্কটা যেকোন সময়, যেকোন মানুষের সাথেই স্থাপন করা যায়। বন্ধুত্বে কোন শর্ত নেই। একটি আত্মা আর একটি আত্মার জন্য কেঁপে উঠা মানেই বন্ধুত্বের সূচনা। বন্ধুত্ব একটি দায়িত্বভার। যারা পরস্পর পরস্পরের দায়িত্ব গ্রহণ ও বহন করে। বন্ধুত্ব এমন একটা রংধনু যেখানে আনন্দ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনার সহভাগিতার মাধ্যমে দু'টি হৃদয়ে একটি রঙিন সেতুবন্ধন তৈরী হয়। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন- বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গ, যারা কষ্টকর অবস্থায় আমাদের পাশে দাঁড়ায়, তারা হলেন ঈশ্বরের ভালবাসার একটি প্রতিবিম্ব, আমাদের জীবনে তার কোমল এবং সান্ত্বনাদায়ী উপস্থিতি।" তাই সব সময় এই বন্ধুদের যত্ন করতে হয়, লালন করতে হয়। বন্ধুত্ব কোন নিয়ম ধরে তৈরী হয় না। কিন্তু যখন কারও সাথে বন্ধুত্ব তৈরী হয় তা টিকিয়ে রাখার জন্য সাধনা করতে হয়।

বর্তমানে পরিবারে, সমাজে এমনকি মণ্ডলীতেও একজন বিশ্বস্ত বন্ধু পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পরে। বন্ধুত্বের যে বিশ্বস্ততা, আস্থা ও ভালবাসার বন্ধন তা ক্ষণস্থায়ী হয়ে পরেছে। স্বার্থপরতার দ্বন্দ্বে বন্ধুত্ব আজ শুধুই আবেগময়তার স্থান দখল করে নিয়েছে। উৎসবাদিতে শুভেচ্ছা ও বিনিময়, উপহার পাঠানো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। পরস্পরের পাশে দাঁড়ানো, সুপরামর্শ দিয়ে উৎসাহ দেওয়া, দুর্বল মুহূর্তে কাছে থেকে সাহস দেওয়া খুবই দুরূহ হয়ে উঠেছে। সত্যিকার বন্ধুত্ব আমাদের দৃষ্টিকে

এতো প্রখরতা দান করে যা বন্ধুর সব না বলা কথা বুঝতে শেখায়, এমন কথা বলার ক্ষমতা দেয় যা বন্ধুকে উৎসাহ দেয়। এমন একটা মিষ্টি হাসি দেওয়ার যোগ্যতা দেয়, যা বন্ধুর হৃদয়ের ভার লাঘব করে। এমন একটা ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় দেয় যা দিয়ে সবাইকে গ্রহণ করতে পারে। তাই বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে যিশুর কাছে নিয়ে আসা হলো বন্ধুর দায়িত্ব। তারাই প্রকৃত বন্ধু যারা আমাদের যিশুর কাছে নিয়ে আসে। যিশু নিজেও আমাদের তাঁর বন্ধু বলেছেন-"আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, বরং বন্ধু বলছি।"*(যোহন ১৫:১৫)*।

বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায় অন্যদের প্রতি উন্মুক্ত হতে, তাদের উপলব্ধি করতে ও যত্নশীল হতে আমাদের আরামদায়ক একাকীত্ব থেকে বের হয়ে আসতে এবং আমাদের জীবন অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে। এ কারণে, "একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো এত মূল্যবান আর কিছু নেই।" *(বেন-সিরা ৬:১৫)*। একটা বই পড়েছিলাম Cricle of friends সেখানে দেখানো হয়েছে একজনের সাথে বন্ধুত্ব করার সাথে সাথে তার সাথে যুক্ত সবাই আমাদের বন্ধু হয়ে উঠে। এভাবেই আমরা আমাদের একাকীত্ব কাটিয়ে উঠতে পারি। স্বার্থপরতার বন্ধন থেকে মুক্ত হই। শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা নয় আমরা এই বন্ধুত্বের কারণে সার্বজনীন হয়ে উঠি। তবে বর্তমানে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্বের বিশ্বস্ততা, গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে শিথিলতা এসে গেছে। যার কারণে সত্যিকারে বন্ধুত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পরছে। অতিরিক্ত আবেগ-মমতার কারণে বন্ধুত্বের অমর্যাদা হচ্ছে ও সম্মান নষ্ট হচ্ছে। তাই বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী হয়ে গিয়েছে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের দৃষ্টিতে "বন্ধুত্ব ভেসে যাওয়া বা ক্ষণস্থায়ী কোন সম্পর্ক নয়, বরং বন্ধুত্ব হলো এমন কিছু যা স্থির, দৃঢ় ও বিশ্বস্ত এবং সময়ের প্রবাহের যা আরো পরিপক্ক হয়।" আবেগের একটা সম্পর্ক যা আমাদেরকে একত্রিত করে এবং এক উদার ভালবাসা যা আমার বন্ধুর মঙ্গল কামনা করে। বন্ধুরা পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে সর্বদা এমন কিছু বিষয় অভিন্ন থাকে যা পারস্পারিক উন্মুক্ততায় ও আস্থায় তাদেরকে আরো কাছে টেনে আনে।

বন্ধু হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের সাধনা অব্যাহত রাখতে হয়। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। একজন বন্ধুর সাথে আমরা কথা বলতে পারি এবং আমাদের গভীর গোপন বিষয়গুলো সহভাগিতা করতে পারি। আর প্রার্থনাই আমাদের বন্ধুত্ব গড়তে সক্ষম করে তোলে। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিক বন্ধুর সাথে সহভাগিতা করতে এবং আস্থা নিয়ে তার আলিঙ্গনে বিশ্রাম নিতে পারি। তাই বলা যায়

পরস্পরের মধ্যে বিশ্বস্ততাই
যার কঠিন দৃঢ়তা।
কঠিন পরীক্ষায় যে তার সিদ্ধান্ত
থাকে অবিচল।
বন্ধুর জন্য যে কোন নির্যাতন
নিজে মাথা পেতে নিতে
যে সদা প্রস্তুত
সেই তো প্রকৃত বন্ধু।

কণ্ঠশিল্পী অনুপম রায়ের একটা গান আপনাদের হয়তো জানা আছে। "বাড়িয়ে দাও তোমার হাত আমি আবার তোমার আঙ্গুল ধরতে চাই।" আসুন আমরা এমন একজন বন্ধু হয়ে উঠি যেন আমার আঙ্গুল ধরে আমার বন্ধু একটা উন্নত জীবনের দিকে হেঁটে যেতে পারে। যেখানে থাকবে সুন্দর, পবিত্র, মুক্ত ভালবাসাপূর্ণ আস্থাশীল বিশ্বস্ত জীবন যা খ্রিস্টের শক্তিতে বলীয়ান। সবার জীবনে এমন একজন বন্ধু আসুক সেই শুভ কামনা করি॥

# মায়ের দুধের বিকল্প নাই

**মালা রিবেরু**

"মায়ের এক ধার দুধের দাম কাটিয়া
গায়ের চাম, পাপোশ বানাইলেও ঋণের
শোধ হবে না এমন দরদী ভবে কেউ হবে
না আমার মা গো..."

জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ফকির আলমগীরের কণ্ঠে যখন এই গানটি শুনি, তখন এমন কোন ব্যক্তি নাই যে আমরা মায়ের কথা মনে পড়ে না বা মায়ের ভূমিকা আমাদের জীবনে কতটুকু তা স্মরণ করি না। আসলে মায়ের দুধের এমন কিছু উপাদান আছে তা অন্যান্য প্রস্তুতকারক/মায়ের দুধের বিকল্প দুধে নাই। তাই একজন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে চিনির পানি অথবা চুশমি মুখে না দিয়ে মায়ের দুধ চুষতে বলে, কারণ এই হলদে আঠালো দুধে যার নাম (Colostrum) কলস্ট্রাম যা শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কাজ করে এবং বাচ্চা মায়ের দুধ চুষার সাথে সাথে মায়ের Posterior pituitary Gland থেকে Oxztocin নামক এক প্রকার হরমোন নিংসরন হয় যা জরায়ু সংকোচনে (Contraction) সাহায্য করে এবং এর কারণে মায়ের প্রসব পরর্বতীকালীন রক্তক্ষরন (PPH-Post partum Haemorrage) হাত থেকে রক্ষা করে, কারণ এই PPH-এর কারণে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রতি বৎসর অনেক মা মারা যায়।

**আসলে মায়ের দুধের উপকারিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না, মায়ের দুধ শিশুর জন্য অনেক উপকারী যেমনঃ**

- মায়ের দুধে সমস্ত খাদ্য উপাদান আছে, যা শিশুর শারিরীক ও মানসিক গঠনে সাহায্য করে;
- সহজে হজম করা যায়;
- মায়ের দুধে কম পরিমান সোডিয়াম ও প্রোটিন আছে, যার কারণে কিডনীতে চাপ কম পড়ে, যা গরু দুধে আছে;
- ক্যালসিয়াম সহজে হজম হয়;
- এলার্জি পরিমান কম থাকে;
- পায়খানা তরল করে;
- মোটা হওয়া থেকে প্রতিরোধ করে;
- মানসিক প্রশান্তি;

**তেমনি মা যদি শিশুকে দুধ খাওয়ায় তাহলে মায়ের জন্য রয়েছে অনেক উপকারিতা যেমনঃ**

- সহজলভ্য;
- টাকা খরচ হয় না;
- মাকে দুধ প্রস্তুত করার জন্য আলাদা সময় দিতে হয় না;
- জরায়ু ও দুধে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভবনা কম থাকে;
- মা ও সন্তানের মধ্যে সুসর্ম্পক তৈরি হয়;

আমরা দেখতে পাই, মায়ের দুধের অনেক উপকারিতা, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মা ও সন্তানের মধ্য সুসর্ম্পক যা বিকল্প কিছুতে নাই, যা একজন শিশুর মন-মানসিকতা গঠনে খুবই গুরত্বপূর্ণ, যা আমরা বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund fruad) Psychosexual development ও এরিক এরিকসনের (Eric Erikson) Psychosocial development Theory থেকে পাই। একজন জন্ম থেকে এক বৎসর পর্যন্ত তার মৌলিক চাহিদা ঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়ার উপর সে পরর্বতী ধাপে নিজেকে সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা করতে, আচরনে সহযোগিতা করে।

মায়ের দুধের উপকারিতাকে যেন সবাই উপলব্ধি করতে পারে তাই বিশ্বব্যাপী স্তন্যপান কর্মের জন্য ওয়ার্ল্ড অ্যালায়ন্স (ডাব্লএবিএ/WABA) দ্বারা প্রতি বছর ১ আগস্ট থেকে ৭ আগস্ট (এক সপ্তাহ) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক যা বিশ্বজুড়ে স্তন্যদানকে সুরক্ষা, প্রচার এবং সহায়তা করে। এটি বিশ্ব সম্প্রদায়ের সংস্থা এবং ইউনিসেফের সাথে কাজ করে সঠিক সম্প্রদায়ের সঠিক লোকদের সহায়তা প্রদান করে। এই বৎসরও ১আগস্ট থেকে ৭আগস্ট থেকে পর্যন্ত বিশ্ব বুকের দুধ খাওয়ানোর সপ্তাহ পালন করা হবে। প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "স্বাস্থ্যকর গ্রহের জন্য বুকের দুধ খাওয়ানো সমর্থন করুন (Support breast-feeding for a healthier planet) যা কিনা মনোবিজ্ঞানী তথ্যর সাথে খুবই কার্যকরী॥

## বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবসে

**তপন গিলবার্ট রোজারিও**

সারা বিশ্বের, মা জাতিকে জানাই সালাম,
মা, তোমার হয় না তুলনা
আমরা ঋণী তোমার প্রাণে
জীবন দানে, দুগ্ধ পানে।
১০মাস ১০দিন
আশ্রয়ে রাখ তুমি
রক্ত খাইয়ে, রাখ বাঁচিয়ে,
কর গর্ভে ধারণ।
বড় হয়ে, অনেক সন্তান
মায়ের কথা করে না স্মরণ।
১০মাস ১০দিন
শিশু ভূমিষ্ঠ এ পৃথিবীর বুকে
মাতৃদুগ্ধ শিশুর খাদ্য
জন্মের পর মুখে দাও প্রথম।
মাতার প্রতি কর যতন
মাতৃদুগ্ধে শিশুর জীবন ।
নকল দুধে নানা বিপদ
মাতৃদুগ্ধে কর যতন ।
শিশুকে বেশি বেশি
কর মাতৃদুগ্ধ পালন।

# যিশুর জীবনালোকে মহামান্য আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি-এর স্মরণে অনুধ্যান

**(আর্চবিশপ মজেস কস্তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথম খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি'র সহভাগিতা)**

আজ ১৩ জুলাই সকাল ৯:৩০ মিনিটে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি স্কয়ার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। বেঁচে থাকার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং তার শুভাকাঙ্খী বহুলোক তাকে চিকিৎসা ও সেবাযত্নের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীতে প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, আরাধনা ও রোজারীমালা প্রার্থনা করা হয়েছে। এমনকি অনেকেই ব্যক্তিগত উপবাস ও ত্যাগস্বীকার করেছেন।

মৃত্যু সংবাদ পাবার আগেই আমি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও ও বিশপ শরতের সাথে আলাপ করতে আর্চবিশপ হাউসে উপস্থিত ছিলাম আর সেখানে থাকতেই তার চলে যাবার শোক সংবাদ পেলাম। এর মাঝে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়া অবস্থায় আর্চবিশপ হাউসে ফিরে আসেন। আর্চবিশপ মজেসের মৃত্যু ঘটনা বলতে বলতে তিনি আমাকে বললেন, তেজগাঁও গির্জায় যে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হবে আমি যেন পৌরহিত্য করি। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেসের সাথে আমার ছিল দীর্ঘ ৪২ বছরের পথ চলা। তিনি বয়সে আমার থেকে বেশ বড়। দীর্ঘ এত বছরের স্মৃতি ঘটনা এই শোকাহত সময়ে ব্যক্ত বা প্রকাশ করা সহজ নয়। আমি কখনো চিন্তা করিনি যে, তারই মৃতদেহ সামনে রেখে তারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথম খ্রিস্টযাগ আমাকে উৎসর্গ করতে হবে। আমি জানি তিনি আমাদের অনেকের নিকট প্রিয়, অতি আপন ও শ্রদ্ধেয়। এ মুহূর্তে আমরা সকলে-শোকাহত, ভারাক্রান্ত; এককথায় বলতে পারি আমরা নির্বাক ও হতভম্ব। আর্চবিশপের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কিছু কথা সহভাগিতা করছি-

**মানুষের সাথে গভীর সম্পর্ক**

বাইবেলের উল্লেখ্য ঘটনা অনুসারে যিশু প্রথমত মানুষের কাছে যান, মানুষের সাথে কথা বলেন, মানুষের সাথে মেশেন, সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে যান। এ কথার অর্থ হল যিশু ঈশ্বর হয়েও মানুষ হলেন, ঈশ্বর হয়েও তাঁর ঈশ্বরত্ব আঁকড়ে না থেকে মানুষের সমাজে সাধারণ বেসে আসেন, থাকেন, খাওয়া দাওয়া করেন। তিনি মহান ঈশ্বর হয়েও জনসাধারণের সমাবেশে সাধারণ বেসে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজ চালিয়ে যান। তাঁর সহজ, সরল, নিরহংকার জীবন সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে। তাঁর কথার মাধুর্য মেশানো মুক্তির বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে *(মথি ৪:২৩-২৫)*। তিনি তাঁর প্রকাশ্য জীবন শুরু করেন সাধারণ গ্রাম থেকে *(মথি ৪:১২-১৭)*। তিনি সাগর ধারে অথবা হ্রদের ধারে, নদী অববাহিকায় এবং সাধারণ গ্রামে *(মথি ৯: ৩৫;মার্ক ৬:৩৪; লুক ১০:২)* যেখানে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বাস করে, সেখানে গিয়ে তাঁর মুক্তির কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন *(মথি ৪:১২-২২)*। তিনি মুক্তির পরিকল্পনা ও তাঁর প্রচার কাজ চালাবার জন্য সাধারণ কম শিক্ষিত বা আদৌ শিক্ষিত নয় এমন জেলেদেরকে বেছে নেন *(মথি ৪:১৮-২২)*। তিনি জানতেন তারা গরীব হলেও মনের দিক দিয়ে উদার, খোলা হৃদয়। সমাজের চোখে যারা গরীব, অবহেলিত, যাদের তেমন কোন গ্রহণযোগ্যতাই নেই অথচ যিশু তাদের সাথেই অনেক সময় ব্যয় করেন *(মথি ৯:৩৫)*। তিনি তাদের মূল্যায়ন করেন, তাদেরকে তিনি বিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তোলেন, আর তার শিষ্য করে নেন। "আমি তোমাদের করে তুলবো মানুষ ধরা জেলে *(মথি ৪: ১৯)*। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যিশুর শিষ্যেরা মানুষ ধরার কাজ করেছিলেন।

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা তার জীবনকালে উত্তম মেষপালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা কিংবা তঙ্গচঙ্গাদের গ্রামে সাক্ষ্যদান কাজে ছুটে গেছেন, সাধারণ, গরীব, অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের সুখ-দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনেছেন, নিজের চোখেও দেখেছেন আর এভাবে তিনি সকল মানুষদের যথার্থ মেষপালক হতে পেরেছিলেন। তিনি তাদের সেই অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকার বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখেছিলেন।

সেই প্রত্যন্ত দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে তিনি নানা বাধা-বিপত্তির

সম্মুখীন হয়েছিলেন। যিশুর শিষ্যেরা যেমন ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন (মথি ৮: ২৩-২৭), তেমনি তিনিও প্রেরণকাজে নানা কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবুও যিশুর উপর তাঁর ছিল অগাধ নির্ভরশীলতা। যিশুর শিষ্যেরাও ঝড়ের কবলে পড়ে যিশুর স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনিও যিশুর স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন, যিশু যেমন শিষ্যদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ঝড়কে থামিয়ে দিয়েছিলেন,তেমনি ঝড়সমেত শত বাধা বিপত্তি থাকা সত্বেও যিশুর উপর নির্ভর করে আর্চবিশপ মজেস কস্তা তাঁর বিশ্বাসী ভক্তের নিকট গ্রামে-গ্রামান্তরে ছুটে গিয়েছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। যিশু যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে ভয় কিসের? এজন্য তিনি নির্ভীকভাবে ছুটে গিয়েছেন সান্তালদের গ্রামে, মাহালী-ওড়াঁও ও ক্ষত্রিয়দের গ্রামে; ছুটে গিয়েছেন মান্দিদের গ্রামে, খাসিয়া-বাঙ্গালী ও শেষে ত্রিপুরা-চাকমা-মারমা-তঙ্গচঙ্গদের গ্রামে। এভাবে খ্রিস্টের সাক্ষ্যবহনের জন্য তিনি জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

তিনি সত্যিকার অর্থেই যিশুর মানুষ ধরা জেলে হয়েছিলেন। হয়তো তিনি তার ঝুড়িতে সবসময় ঝুড়িভরতি মাছ পাননি, তথাপিও, তার মধ্য দিয়ে অনেক আদিবাসী মানুষ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, যিশুর অনুসারী হয়ে উঠেছিলেন। গ্রাম-গ্রামান্তরের সাধারণ খেটে-খাওয়া গরীব আদিবাসী মানুষেরা তার হৃদয়ে বিশেষ স্থান পেয়েছিলেন, তাদের শোকে-দুঃখে পাশে থেকেছিলেন। যিশু যেমন তার শিষ্যদের বলেছিলেন *"তোমরা নিজেরাই বরং ওদের খেতে দাও"(মথি ১৪:১৬)* অর্থাৎ আর্চবিশপ মজেস কস্তা যিশুর এ আদেশ যথার্থভাবে পালন করেছিলেন। তিনি মণ্ডলীর বিশেষ বাণীদূত-আজ্ঞাবহ হয়ে মণ্ডলীর অর্পিত সেবা দায়িত্ব হৃদয় দিয়ে পালন করেছিলেন। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল যেমন উল্লেখ করে বলে "ঈশ্বরের জনগণের পালকীয় সেবা-যত্ন করার জন্য এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির অব্যাহত রাখার জন্য, খ্রিস্টপ্রভু তাঁর মণ্ডলীতে বিভিন্ন সেবাদায়িত্বের ব্যবস্থা করেছেন, যা গোটা দেহের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। খ্রিস্টমণ্ডলীর দায়িত্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদেরকে পবিত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে, তারা বস্তুত তাদের ভাইবোনদের কল্যাণকাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত হন, যাতে ঈশ্বরের জনগণ সবাই পরিত্রাণ লাভ করতে পারে (দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা: খ্রিস্টমণ্ডলী-১৮)। আর্চবিশপ মজেস আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ কল্যাণ কাজে এবং ঐশ জনগণের মুক্তিকল্পে মণ্ডলীর অর্পিত দায়িত্ব আজীবন বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছিলেন।

### দরিদ্রদের পাশে

যিশুর প্রকাশ্য জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি বিশেষভাবে গরীব, অনাথ, বিধবা, অসহায় ও পাপী মানুষদের পরিদর্শন করেছেন। তাদেরকে আশার বাণী শুনিয়েছেন, মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন, অর্থাৎ তাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। যেমন তিনি লাজারের মৃত্যুর সময় মার্থা ও মারীয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি তাদের ভাইয়ের মৃত্যুতে তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন *(যোহন ১১: ১৭-৪৪)*।

আবার অন্যদিকে দেখি তিনি পাপী মানুষদের সঙ্গ দিয়েছেন, খাওয়া-দাওয়াও করেছেন। তিনি যাকেয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন *(লুক ১৯:১-১০)* এবং করগ্রাহক পাপী মথিকেও তার শিষ্য হওয়ার জন্য আহবান করেছিলেন *(মথি: ৯:৯)* এবং শিষ্য করেছিলেন। একইভাবে আর্চ বিশপ মজেস কস্তা সকল মানুষের ধর্মপাল হয়েছিলেন এবং সার্বজনীন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন।

### দুঃখী, অসহায়দের সহায় তিনি

যিশুর পালকীয় কাজ ও তাঁর প্রচার কার্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দুঃখী, অসহায়, অসুস্থ ও পরিত্যক্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো *(মথি ৪: ২৩-২৫)*। তিনি অসুস্থ রোগীদের পরিদর্শন ও তাদের সুস্থ্যতা প্রদান করে দুঃখী অবহেলিত মানুষদের মনে আশা জাগাতেন। যিশু মূলত আশাহত মানুষের আশা, অন্ধকারে বিচরণকারী মানুষের জন্য আলো হয়েছেন। তিনি পিতরের শাশুড়ীর অসুস্থতার সময় তার বাড়ী পরিদর্শন করে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। তিনি বোবাকে বাক শক্তি, রোগীকে সুস্থতা *(মার্ক ৭:: ৩১-৩৫)* ও কালাকে শোনার শক্তি এবং *(মার্ক ৮: ২২-২৮, মথি ২০: ২৯-৩৪, মার্ক ১০: ৪৬-৫২, লুক ১৮: ৩৫-৪৩)* অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি দিয়েছিলেন, আবার বার বছর যাবৎ রক্তস্রাবে রোগাগ্রস্ত অসুস্থ স্ত্রীলোকটিকে সুস্থ্য করে তুলেছিলেন দশজন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলেছিলেন *(লুক ১৭: ১১-১৯)* এবং সেনাপতির চাকরকেও সুস্থ্য করে তুলেছিলেন *(মথি ৮: ৫-১৩)*। আর্চবিশপ মজেস কস্তা যিশুর এই সমস্ত আদর্শকে জীবনে ধারণ করেছিলেন। তিনিও তার পালকীয় সেবা দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে দুঃখীদের সান্ত্বনা হয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, অসহায়দের সহায় হয়েছিলেন, নিরাশাদের হয়েছিলেন আশা।

### ক্ষুধার্তদের পাশে

ক্ষুধা-দারিদ্রের দেশ বাংলাদেশে আর্চবিশপ মজেস কস্তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় দূর্গতদের সাহায্য করেছিলেন। যিশু যেমন ক্ষুধার্ত *(মথি ১৫: ৩২-৩৮)* সাড়ে চার হাজার ও পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন। যিশুর মিশন কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাদের পক্ষালম্বন করা ও রক্ষা করা। আর্চবিশপ মজেস কস্তা-তার পালকীয় সেবা দায়িত্বের অংশ হিসাবে দরিদ্রদের পাশে ছিলেন, তাদের পক্ষে কথা বলেছিলেন। যেমন যিশু খ্রিস্ট ফরিসীদের ভন্ডামীর বিরুদ্ধে ও তাদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন *(মথি ১৪:১৩-;২১, মার্ক ৬: ৩০-৪৪; লুক ৯:১০-১৭, যোহন ৬: ১-১৪, মথি ১৫:১-৯, ২১:২৮-৩২,২৩:১-৭,২৩:১৩-৩২, মার্ক ১২:৩৮-৩৯, লুক ২০: ৪৫-৫-৪৬)*। দরিদ্র মানুষের মধ্যেই যিশু উপস্থিত। তাকে সেবা করতে হলে আগে দরিদ্র মানুষদের ভালবাসতে হবে। তাদের দূর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে এই কথা আর্চবিশপ মজেস গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

### সার্বজনীন কল্যাণে যিশুর নেতৃত্ব

যিশু ছিলেন সার্বজনীন মুক্তির এক মহান নেতা। তিনি তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁর শিষ্যদের ও তাঁর অনুসারী বিশ্বাসীদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রেরণকাজ ও মুক্তির কাজে নেতৃত্বদানের জন্য পিতর, যোহন, যাকোব, আন্দ্রিয়, ফিলিপ আর বার্থোলময়, টমাস, করগ্রাহক মথি, আলফেয়ের ছেলে যাকোব আর থাদেয় ও অন্যান্য প্রেরিত শিষ্যদেরকে মনোনতী করেছিলেন এবং ভবিষ্যৎ *(মথি ১০: ১-৪; ৫-১৫পদ)* মণ্ডলীর বিশ্বাসীদেরকে নেতৃত্বের পথ প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। যদিওবা শিষ্যগণ পেশায় জেলে ছিলেন, করগ্রাহক পাপী ছিলেন, তবুও যিশু তাঁর ভালবাসা ও শিক্ষা দ্বারা তাদেরকে যোগ্য আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন।

যিশুর নেতৃত্বে যেমন বিধবা নারী, অসহায়-অনাথ, *(মথি ৯: ১-৭; মার্ক ২: ১-১২; লুক ৫: ১৭-২৬)* অসুস্থ মানুষ নতুন আশা, নতুন

জীবন খুঁজে পেয়েছিলেন তেমনি তাঁর শিষ্যরাও যিশুর স্বর্গারোহণ ও পবিত্র আত্মার অবতরণের পর সেই আদর্শগুলো জীবন দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। যিশু তার অগাধ ভালবাসা, দয়া, ক্ষমার দ্বারা আশাপূর্ণ শিক্ষার নেতৃত্বে, পাপী-তাপী *(মথি ৯: ১-১৭)*, অন্ধকারে পথযাত্রী মানুষকে সত্য-ন্যায় ও মানবিক মর্যাদার সন্ধান দিয়েছিলেন, সর্বোপরি ঈশ্বরের সন্ধান দিয়েছিলেন *(লুক ১২: ২২-৩২; ১৩: ১-৫; ১৫: ১১-৩২; যোহন ১০: ২৭)*। যিশু শুধু ইহুদী জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে পৃথিবীতে আসেননি বরং সকল জাতির মুক্তির জন্যই এসেছিলেন *(মার্ক ৭: ২৪-৩০)*। এজন্যই তিনি তাঁর শিষ্যদের দৃঢ়ভাবেই বলেছিলেন *"তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও, বিশ্বসৃস্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার"(মার্ক ১৬ ১৫)*। অর্থাৎ যিশুর মুক্তিদায়ী কাজ কোন জাতির মধ্যেই গন্ডিবদ্ধ নয়, সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না বরং বিশ্বসৃস্টির সবার জন্যই উদার ও বিস্তৃত।

আর্চবিশপ যিশুর এ সমস্ত আদর্শকে সামনে রেখে তার জীবনকালে তাঁর সার্বজনীন মুক্তির কাজকে এগিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। এভাবে প্রচার কাজে তিনি শুধু বাঙ্গালী, আদিবাসী কিংবা কাথলিক মণ্ডলীর মধ্যেই গন্ডিবদ্ধ হয়ে থেমে থাকেননি বরং এ সীমানা পেরিয়ে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ, অখ্রিস্টান আদিবাসী, সকলের মাঝে তার মুক্তিবাণী সহভাগিতা করে গেছেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ও অন্যান্য আদিবাসীদের সাথে সহাবস্থানে থেকে তাদের সাথে শান্তি ও সম্পপ্রীতি বজায় রেখে, মিলে মিশে বাসকল্পে কাজ করেছিলেন। এভাবে তিনি যিশুর সার্বজনীন মুক্তি ও ভালবাসার আদর্শকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন।

**যুব নেতৃত্বে আর্চবিশপ**

একসময় আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিবিসিবির অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনীর যুব কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। এ হিসাবে তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীর যুবদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন যুব দিবসে যুবাদের উদ্দেশ্যে তার বক্তব্যে বিভিন্ন পরামর্শ, উৎসাহ উদ্দীপনামূলক উপদেশ দিতেন এবং তাদের অভাব-অভিযোগগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তিনি যুবদেরকে যিশুর আদর্শে চলতে ও প্রার্থনা করতে উৎসাহ দিতেন। মূলত তিনি যুবদেরকে শুধু নীতি শিক্ষা নয় যেন তারা যিশুর প্রকৃত অনুসারী ও শিষ্য হতে পারে, তার শিক্ষানুসারে সুন্দর জীবন যাপন ও সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে পারে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন।

**যিশুর আদর্শে যাজকীয় গঠন প্রশিক্ষণ অবদান**

যিশু ছিলেন প্রকৃত গুরু, প্রকৃত শিক্ষক, বিনম্র সত্য-ন্যায়ের পালক *(মার্ক ৯: ৩৩-৩৭; লুক ১০: ২১-২২)*। তিনি তাঁর অসামান্য জ্ঞান দিয়ে সেই বাল্যকাল থেকেই শাস্ত্রী ও পন্ডিতদের সাথে ধর্মতত্ত্বালোচনা করেছেন *(লুক:২:৪৬-৪৭)*।

আর্চবিশপ মজেস কস্তা একজন ভাল ও আদর্শ গুরু ও শিক্ষক হয়েছিলেন। তিনি বিশপ হওয়ার পূর্বে জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক ও শিক্ষক রূপে যিশু-গুরুর আদর্শ মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

**উপসংহার**

ব্যক্তি জীবনে আর্চবিশপ মজেস কস্তা ছিলেন যিশু খ্রিস্টের অনুসারী। তিনি তার যাজকীয় ও ধর্মপালকীয় জীবনকে এবং মিশনারীদের মিশন কাজসমূহকে উৎসাহ দিতেন। কারণ তিনি নিজেই মিশনারী সম্প্রদায় হলিক্রশ ধর্ম সংঘের যাজক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় যাজকদের সমস্যা-সঙ্কুল দূর্দিনে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদেরকে পৃষ্ট-পোষকতা করে তাদের প্রতি বিশেষ সান্ত্বনার আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন, যা মিশনারী কাজেরই অংশ ছিল। তার বিশপীয় জীবনে তিনি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধর্মপালের দায়িত্ব পালনকালে আদিবাসীদের জন্য বিশেষ প্রেরণ কাজ করে গেছেন। এ প্রেরণ কাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপর তিনি চট্টগ্রামের ধর্মপাল হিসেবে সেখানে চলে যান এবং মহাধর্মপাল হিসেবেও আসীন হন এবং মহাধর্মপাল হিসেবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে তিনি তার বর্ণাঢ্য জীবন ১৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সাঙ্গ করে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

আমরা তার নামে ঈশ্বরের প্রশংসা গান করি-ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে মণ্ডলীর নেতৃত্বে আহ্বান করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর এ যোগ্য সেবককে অনন্ত শান্তি দান করুক, আর তার প্রার্থনায় বাংলাদেশ মণ্ডলী যিশুর আদর্শ ও শিক্ষায় সুন্দর ও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাক॥

## বন্ধুর পরিচয়

### বর্ষা চাম্বুগং

বন্ধু মানে দুটি হৃদয়ের মিলন
বন্ধু মানে একান্ত প্রিয়জন।
বন্ধু মানে জীবনের পূর্ণতা
বন্ধু যেন জাগায় কোমলতা।

বন্ধু মানে একটি অকৃত্রিম ভালবাসা
বন্ধু মানে জীবন পথের দিশা।
বন্ধু মানে দৃঢ় অঙ্গিকার,
বন্ধুর স্পর্শে জীবন হয় চমৎকার।

বন্ধু মানে পরস্পর নির্ভরতা
বন্ধু মানে সর্বকাজে সহায়তা
বন্ধু মানে কোন স্বার্থ নয়,
বন্ধু যেন ঠিক স্বর্ণময়।

বন্ধু মানে একটি উন্মুক্ত কর্ণদ্বার
বন্ধু বীনা বেঁচে থাকা অসার।
বন্ধু মানে হাত বাড়িয়ে দেওয়া,
বন্ধু কাছে এটাই তো প্রাণের চাওয়া।

বন্ধু মানে একসাথে পথ চলা
বন্ধু মানে মুখ ফোঁটে কথা বলা।
বন্ধু মানে শোকে, আনন্দে পাশে থাকা,
বন্ধু যেন হৃদি পটের পতাকা।

বন্ধু মানে দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলা,
বন্ধু মানে এলোমেলো পথ চলা
বন্ধু মানে একটু বাড়াবাড়ি করা
বন্ধু কখনও যেন পাগলপাড়া।

বন্ধু মানে ভুল করা আর ভুল বুঝা
বন্ধু মানে দুষ্টু-মিষ্টি ভালবাসা,
বন্ধু মানে দূরে থেকেও কাছে আসা,
বন্ধু সঙ্গ দেয় জীবনে-ভরসা।

বন্ধু মানে নতুন গান গাওয়া
বন্ধু মানে কবিতার পাতায় ছন্দের ছোয়া,
বন্ধু মানে নত্যর তালে নিমজ্জিত
বন্ধু যেন মধুর পুলকে পুলকিত।

বন্ধু মানে ভাবনার উড়ে যাওয়া
বন্ধু মানে স্বপ্নের পথের সন্ধান দেওয়া।
বন্ধু মানে সত্যিকারের পাশে দাঁড়ানো,
বন্ধুর কাজ বন্ধুকে জাগানো।

বন্ধু মানে ত্যাগ তিতীক্ষা - প্রতিক্ষা
বন্ধু মানে পথ চলার কল্পিত রেখা।
আহা, বন্ধুর জন্য জীবন দানে বন্ধুর পরিচয়
বন্ধুর তুলনা আসলে শেষ হবার নয়।

# পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস এম. কস্তা সিএসসি অবশেষে চলে গেলেন যেন দেবতার বেশে

## সিবিসিবি সেন্টারের কর্মীগণের একান্ত অনুভূতি - অভিজ্ঞতা

**সুকুমার মল্লিক**

"প্রভু বিশপ আমার জন্য এক দেবতা। উনি আমার কাছে ছিলেন জীবন্ত দেবতা"- বলে কেঁদে উঠলো সিবিসিবি সেন্টারের একজন কর্মী, সনাতন ধর্মের বলরাম হাজং। ছোট এই পৃথিবীতে আমরা জীবন চলার পথে অনেকের সাথে পরিচিত হয়ে উঠি। কিছু মানুষ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে তাদের কিছু গুনাবলী, জীবন আদর্শ, সুন্দর ব্যবহার, ভালবাসার মধ্য দিয়ে কেউ কেউ অনাত্মীয় থেকে আত্মীয়, পর থেকেও হয়ে যায় আপন। রক্তের বন্ধন নয়, তবুও চিরদিন জীবন চলার পথে স্মরণীয় হয়ে থাকে। মনে হয় এইতো রয়েছে আমারই পাশে আপন হয়ে। আপদে বিপদে সাহায্য করবে আর বলবে ভয় কিসের আমি তো রয়েছি তোমাদের পাশে। ছোট একটা ভালবাসা, এইতো শুধু চায় গো সবাই, আর আমরা সেবাকর্মীরা সকলেই সিক্ত হয়েছি প্রতিনিয়ত প্রভু বিশপের ভালবাসায়। তিনি সর্বদা আমাদের খোঁজ-খবর রেখেছেন, আপন করে নিয়েছেন পিতৃ স্নেহ দিয়ে। বুঝিয়েছেন তোমরা আমার আপন জন। তিনি যখনই আমাদের সিবিসিবি সেন্টারে এসেছেন, প্রথম কথা তোমরা সকলে কেমন আছো? তোমাদের সাথে এবার কয়েকটি দিন থাকব। প্রভু সব সময় আগ্রহ নিয়ে আমাদের সকলের সাথে আলাপ করতেন, বাড়ির খোঁজ খবর নিতেন। সকলের জন্য তার হৃদয়ে জায়গা ছিল, তিনি সহজে আপন করে নিতেন আর তাই আমরা আমাদের মনের কথা অকপটে তার কাছে বলতে পারতাম। আমার জানা নেই, কোন অফিসের উর্ধ্বতন কমকর্তা একজন সেক্রেটারী জেনারেল হয়ে তার সেবাকর্মীদের সাথে এত সুন্দর ব্যবহার, এত ভালবাসা দেখান কিনা? তিনি বুঝিয়েছেন পদ মর্যাদা নয়, ভালবাসা দিয়ে মন জয় করতে হয়। প্রভু আমাদের কাছে ছিলেন একজন দরদী মানুষ। এজন্য আমরা সেবাকর্মীরা তাকে প্রভুকে ডাকি। এখানে প্রভু বিশপ ভৃত্যের সম্পর্ক নয়, ভালবাসার সম্পর্ক। জীবনে আমরা বিশপের সান্নিধ্যে থেকে যা যা অভিজ্ঞতা করেছি, আমাদের কাছে আমাদের প্রভু কেমন ছিলেন, তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি এই লেখনীর মধ্য দিয়ে। একটি কথা বলতে চাই, প্রভু আমাদের কাছে মারা যায়নি, উনি যেমন চট্টগ্রাম থেকে আমাদের এখানে আসতেন আবার উনি আমাদের এখানে আসবেন আমরা তার আসার অপেক্ষায় রয়েছি।

**বিকাশ গমেজ :** আর্চবিশপ মজেস একজন অতুলনীয় মানুষ। আমি প্রভুর চেয়ে বয়সে ছোট তারপরও তিনি সবর্দা আমাকে সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি আমাকে দেখার জন্য আমার বাসায় ছুটে আসতেন। কথা বলতেন আর সাহস দিতেন, অনুপ্রেরণা দিতেন। বলতেন ভয় নেই, ঈশ্বর সাহায্য করবে আর আমরা তো আছি তোমার পাশে। আমার এই দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রভুর অনেক অবদান রয়েছে। প্রভু আমার জীবনে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

**বলরাম হাজং :** প্রভু বিশপ আমার জন্য এক দেবতা। উনি আমার কাছে ছিলেন জীবন্ত দেবতা। আমাকে অনেক ভালবাসতেন। আমি একজন সনাতন ধর্ম বিশ্বাসী, কিন্তু আমি প্রভুর মধ্য দিয়ে দেখতে পেয়েছি যিশুর ভালবাসা। তিনি সবসময় খুব সহজ-সরলভাবে আমাদের পরিবারের খোঁজ-খবর নিতেন। উনি আমার প্রয়োজনে সর্বদা আমাকে সাহায্য করেছেন। দেবতা যেমন কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না, তেমনি যে কেউ তার কাছে কোন বিষয়ের জন্য সাহায্যের কথা বললে, কোন দিন খালি হাতে ফেরত দেন নি। মানসিক শান্তি নিয়ে তার কাছ থেকে চলে আসতে পারতাম।

**বাবলু গমেজ :** প্রভু বিশপ আমার জন্য এক আশীর্বাদের ছিল। সর্বদা আমার খোঁজ খবর নিতেন। একই অঞ্চলের হওয়ার কারণে সকলের খোঁজ খবর নিতেন। পরিবারের কথা জানতে চাইতেন, পরিবার কেমন করে চলছে সবই তিনি খোঁজ রাখতেন। সমস্যা হলে সহভাগিতা করার জন্য বলতেন। আর প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করতেন।

**শান্ত রিছিল :** প্রভু বিশপ সম্পর্কে কি বলব, তিনি আমার কাছে মাটির মানুষ ছিলেন। তিনি সব সময় তার সুন্দর ব্যবহার দিয়ে আমার মন আনন্দে রাখতেন। তার পিতৃতুল্য ভালবাসা বলে শেষ করা যাবে না। দেখা হলেই তিনি প্রথমে কথা বলতেন। একজন এত বড় মনের মানুষ আমি খুবই কম দেখতে পাই। আমার কাছে প্রভু একজন সাধু ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রভুর কাছে সাহায্যের কথা বললে খালি হাতে ফিরে এসেছে এমন মানুষ নেই বললেই চলে।

**বকুল বিশ্বাস :** প্রভু বিশপ অত্যন্ত সরল মানুষ ছিলেন। আমাদের সেবাকর্মীদের সাথে অনেক সুন্দর ব্যবহার করতেন। বাহির থেকে আসলেই আগে জানতে চাইতেন কেমন আছো, পরিবারে সবাই কেমন আছে? আমি ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী। তাই সব সময় চিন্তা ছিল যেন আমার শরীরে কোন ধরনের রোগ বা সমস্যা না হয়, তাই পরামর্শ দিতেন। প্রভু দরদী মানুষ ছিলেন, তাই সর্বদা সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

**মিন্টু বিশ্বাস :** প্রভু বিশপ আমার কাছে একজন দয়ালু মানুষ ছিলেন। তিনি খুব দরদ দিয়ে কথা বলতেন, সুন্দর করে বলতেন কেমন আছো? তোমার রান্না ভালো হয়েছে, তবে আজ একটু ঝাল বেশি হয়েছে। তোমার বাড়িতে সকলে ভালো আছে তো? প্রভু আমার কাছে মারা যায়নি, উনি যেমন চট্টগ্রাম থেকে আমাদের এখানে আসতেন, আমার মন বলে, আবার উনি আমাদের এখানে আসবেন আমি তার আসার অপেক্ষায় রয়েছি।

**অনিল হাজং :** প্রভু বিশপ আমার কাছে এক পিতা ছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত

ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। আমার পরিবারের খোঁজ খবর নিতেন। আমি আমার সমস্যার কথা সর্বদা উনার সাথে সহভাগিতা করতাম। উনি মন দিয়ে শুনতেন আর সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করে দিতেন। আমি আমার প্রভুর কাছে চির কৃতজ্ঞ। প্রভুর আদর্শ আমার জীবন চলার পথে অনুসরণ করতে চেষ্টা করবো।

**স্বপন সরকার :** প্রভু বিশপ সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই, উনার মত মানুষ আমি দেখতে চাই। অনেকে বলে না তুমি কেমন মানুষ পছন্দ কর? আমি প্রভু বিশপ মজেসের মত মানুষ পছন্দ করি। আমি একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু উনি খ্রিস্টানদের একজন প্রধান হয়েও আমার প্রতি অনেক ভালবাসা দেখাতেন। প্রভুর ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার পরিবারের খোঁজ খবর নেওয়া, এমন মানুষ খুবই কম আছে এই পৃথিবীতে। কথা বলতেন আর সুন্দর একটা পবিত্র হাসি উপহার দিতেন। প্রভুর হাসিটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। কোন দিনই প্রভুর হাসিটা ভুলতে পারব না।

**স্বপন আলমিক :** প্রভুর সাথে আমার অল্পদিনের পরিচয়। আমি যখন সিবিসিবিতে কাজ শুরু করলাম উনি বললেন, থাকো, আর দেখ তোমার অনেক ভাল লাগবে কাজ করতে। গাড়িতে উঠার সাথে সাথে উনি আগে বলতেন কেমন আছো? আমি দেশে বিদেশে অনেক জায়গাতে কাজ করেছি, কিন্তু একজন মালিকের এত সুন্দর ব্যবহার হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। প্রভু সহজে অন্যকে আপন করে নিতে পারতেন। আমি অন্য ধর্মের মানুষ হয়েও আমাকে এই অল্প দিনের পরিচয়ে আপন করে নিয়েছিলেন। প্রভুকে কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল; কিন্তু এত অল্প সময় হবে তা আমি কোনদিন কল্পনা করিনি। মার্চ মাসে কাজ শেষে প্রভু যখন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম চলে গেলেন তখন গাড়িতে বসে বলেছিলেন, এরপরের বার যখন আসব তখন আমার কিছু কাজ বাকি আছে, সেগুলি করব। তাই আমি অপেক্ষায় আছি আবার প্রভুকে কবে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আনতে যাব।

**উজ্জ্বল বিশ্বাস :** আমি আর্চবিশপ মহোদয়ের সান্নিধ্য বেশি দিন পায়নি। অল্পদিনেই তিনি আমার হৃদয় ছুঁয়েছেন। তিনি আমার ও পরিবারের খোঁজ নিতেন। তিনি ঈশ্বরের বিশেষ একটি আশীর্বাদ।

**সুকুমার মল্লিক :** প্রভু আমার কাছে এক আদর্শবান মানুষ। এই পৃথিবীতে সবাই সবার মনে জায়গা করে নিতে পারে না; কিন্তু প্রভু তার হৃদয়ে সবার জন্য জায়গা করে রেখেছেন। সকলকে তার হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। মন জয় করেছেন যারা তার সান্নিধ্যে এসেছেন। সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছেন তার ভালবাসা দিয়ে। প্রভু বিশপ আমাদের সিবিসিবির সেক্রেটারী জেনারেল আর আমরা সাধারণ সেবাকর্মী; কিন্তু সব সময় আমাদের বিশ্বাস করতেন আর ভালবাসতেন। এতটাই বিশ্বাস করতেন যে উনি কোনদিন তার রুমের তালা বন্ধ করেননি। সব সময় তার রুম, এবং বিশেষ করে হৃদয় খোলা ছিল আমাদের সবার জন্য। আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার পরিকল্পনা থাকলেই আগে জানাতেন আমি অমুক দিন আসবো। আমাদের সেন্টারে এসেই আমার খোঁজ করতেন। সকলের কথা জানতে চাইতেন, প্রভুর চিন্তা চেতনা সহভাগিতা করতেন। কাজ শেষে ফিরে যাওয়ার সময় বলে যেতেন আবার অমুক মাসের এত তারিখ আসব। প্রভু তার কাজকে ভালবাসতেন, কাজের প্রতি কোন দিন অবহেলা করতে দেখিনি। সর্বদা বলতেন কাজ করতে হবে তো, কাজ না করলে কে করবে। প্রভু সহজে মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন। তার অনেক গুণাবলীর মধ্যে একটা গুণ আমাকে খুবই স্পর্শ করেছে, সেটা হল যে কেউ তার কাছে ব্যক্তিগত আলাপ করতে আসলে উনি নিজে কফি বানিয়ে খাওয়াতেন। ব্যক্তিকে আপন করে নিতেন। আমাকেও উনি কফি বানিয়ে খাইয়েছেন। চিন্তা করা যায় কতটা আপন করলে সেবাকর্মীদের সাথে এত সুন্দর ব্যবহার করা যায়। আমার বাবা মারা যাবার পর একদিন আমার মনটা অনেক খারাপ ছিল। প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন আমার মনটা খারাপ। তাই আমাকে ডেকে পিতৃস্নেহ দিয়ে অনেক আলাপ করলেন। তার আলাপ করার কথা বলার সময় আমার একটুও মনে হয়নি আমার বাবা মারা গেছে। উনি আমাকে সাহস, ভরসা দিয়েছেন। দেখ আমরা যখন ফুলের তোড়া তৈরী করার জন্য বাগান থেকে ফুল কাটি, তখন কি খারাপ বা নষ্ট ফুলটা কি সংগ্রহ করি? আমরা সর্বদা চাই ফুলের তোড়াটা যেন সুন্দর হয় তদ্রূপ ঈশ্বর চান একটা সুন্দর ফুলের মালা তৈরী করতে আর আমরা হচ্ছি তাঁর বাগানে এক একটি সুন্দর ফুল। মালা তৈরী করার জন্য তোমার বাবাকে এখন উপযুক্ত মনে হয়েছে; তাই ঈশ্বর তোমার বাবাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়ে গেছেন। আমি যখন শুনেছি প্রভু অসুস্থ আমার বিশ্বাস হয়নি, কারণ কিছু দিন আগে প্রভু আর আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। প্রভুর শরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর কোন বড় ধরনের সমস্যা বা অসুস্থতা ধরা পড়ে নি। আমি বিশ্বাস করি না, প্রভু আর আমাদের মাঝে নেই। প্রভু বলেছেন সিস্টার নিশা সিবিসিবিতে আমার ঘর প্রস্তুত করো আমি আমার ঘরে থাকব। প্রভুর জন্য ঘর প্রস্তুত আছে; আর আমি অপেক্ষায় আছি প্রভু কখন আসবেন।

এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সকলে আমরা অতিথি। মানুষ চলে যায়, রয়ে যায় তার রেখে যাওয়া স্মৃতি। প্রভুর স্মৃতিগুলো আমাদের সর্বদা নাড়া দিবে। তার ভাল গুণাবলীগুলো আমাদের প্রতিদিনের জীবন চলার মধ্য দিয়ে আমরা যাদের সংস্পর্শে আসি না কেন তা অনুসরণের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন চিরকাল। এই মোদের প্রার্থনা। হে ঈশ্বর তোমাকে চিনতে, জানতে, তোমার ভালবাসা বুঝতে আমাদের যে প্রভু সাহায্য করেছে, সেই প্রভু আর্চবিশপ মজেস কস্তাকে অনন্ত শান্তি দান কর। তিনি যেন স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য তোমার কাছ থেকে আরো বেশি আশীর্বাদ নিয়ে দেন।

পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা, হে বিনম্র সেবক

যিশুর আদর্শে তুমি হয়েছ সবার কাছে প্রিয় মেষপালক।

ধ্যানে-জ্ঞানে, ত্যাগে সাধনায় প্রভুকে দিয়েছ নিয়ত অঞ্জলি

তোমার পরম যাত্রায়, কৃতজ্ঞতা প্রার্থনায় জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ধীর-স্থির স্বভাব, সিবিসিবি সেন্টারে তোমার হাঁটা ছিল নিঃশব্দ

তোমার অকাল মৃত্যুতে অন্তরে বেদনার-স্রোত, সব-কিছুই স্তব্দ

বলে সকলে, সিবিসিবি আঙ্গিনা তোমা বিনা সদা হয়ে থাকবে শূণ্য

পরম পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদ চেয়ে মোদের জীবন করো ধন্য॥

## হাসি

**অমিত রায়**

স্নিগ্ধ দিনের আড়ালে লুকিয়ে এক রঙ্গিন স্বপ্ন,
তোর হাসি মায়ার আমি দিবামগ্ন।
অঝোর বৃষ্টি, বৃষ্টি রিমঝিম,
তোর হাসির মাঝে স্বপ্ন লুকায়িত সীমাহিন।
শুপ্রভাত, ফুটেছে দিনের আলো,
তোর এক হাসি,
সারা দিনটা আমার জম কালো।
মধুরিময় ঐ পূর্নিমার চাঁদ
কিন্তু লজ্জায় লুকায়িত আজ
কারণ তোর ঐ হাসির মায়া
অসীম স্নিগ্ধ আলোর অদ্বিতীয়
এক স্রোতাধার।
তোর হাসি সমুদ্রের প্রবোল স্রোতে,
ডুবে গিয়ে সত্যিই হতে চাই আমি নিখোঁজ।
তুই সত্যিই এক মায়াবি,
নইলে এমন হাসি কেইবা কারে প্রাপ্তি।

# সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী

**আগস্ট ৪**

**এ**টা কল্পনা করাও কঠিন যে ফ্রান্সের ছোট একটি গ্রামের গরীব এক বালক একদিন এত বড় একজন সাধু হবেন। আলোক সামান্য এই পুণ্যাত্মার জন্ম ৮ মে, ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সময় দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের লিয়ন্স শহরের কাছে। তাঁর পিতামাতা ছিলেন খুবই সাধারণ কৃষক ও ধর্মপ্রাণ। পিতা-মাতার ধর্মানুরাগ ও ভাল গুণগুলো তাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। বাল্যকালের বেশির ভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন বাবার হয়ে মেষ চড়িয়ে। খোলা আকাশের নীচে তিনি মেষ চড়ানোর কাজটি ভবিষ্যতে তাঁর পুরোহিত জীবনে কঠোর আত্মসংযমী হতে সাহায্য করে। আট বৎসর বয়স থেকেই এ কাজটি তিনি করতেন। গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের জপমালা মূর্তির সামনে জানুপাত করিয়ে তাদের মালা প্রার্থনা শিক্ষা দিতেন। শিশু অবস্থা থেকে জন ভিয়ান্নী খুব ধার্মিক এবং গরীবদের প্রতি দয়াবান ছিলেন।

সেমিনারীতে তিনি যখন পড়াশুনা শুরু করেন তাঁর একমাত্র সম্পদ ছিল তাঁর পরিশ্রমী মনোভাব ও তাঁর ভাল ইচ্ছা। কারণ সত্যিকার অর্থেই তাঁর ছিল স্থূলবুদ্ধি। ২০ বৎসর বয়সে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন। লেখাপড়ায় জন ভিয়ান্নী খুবই দুর্বল ছিলেন। তাছাড়া বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের জন্যে তাঁর পড়াশুনা বিঘ্নিত হয়। তাঁর স্মরণ শক্তি মোটেই প্রখর ছিল না। লেখাপড়া তিনি হৃদয়াঙ্গম করতে পারতেন না। সব কাজই তাঁর কাছে কঠিন মনে হ'ত। ফাদার বেলী ছিলেন জন ভিয়ান্নীর জন্য রক্ষীদূতের মত। ফাদার বেলী তাঁর মধ্যে উৎসাহ যোগাতেন। তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে জোর প্রচেষ্টা চালাতেন। ফাদার বেলীর বিশেষ প্রচেষ্টা, প্রার্থনা, শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর ইপ্সিত যাজক পদে তুলে দেয়। ফাদার বেলী বলতেন, শুধুমাত্র বিদ্বান পুরোহিতই না, মণ্ডলীর প্রয়োজন পবিত্র পুরোহিত।

ফাদার বেলী জন ভিয়ান্নী সম্পর্কে এই নিশ্চয়তা দেন যে পুরোহিত হওয়ার পরও তিনি তাঁর দেখাশুনা ও তাঁকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করবেন। পবিত্র ও ধার্মিক পুরোহিত বেলীর জন ভিয়েন্নী সম্পর্কে এই নিশ্চয়তা পেয়ে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগষ্ট জন ভিয়ান্নী যাজক পদে অভিষিক্ত হন।

স্বাভাবিকভাবেই যাজক হওয়ার পর ফাদার ভিয়ান্নীকে ফাদার বেলীর ধর্মপল্লীর কাছে প্রথম নিয়োগ দেয়া হয়। ফাদার বেলী তাঁকে ঐশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা চালিয়ে যান। একজন যুবক যাজক হিসাবে তিনি অতি সহজেই লোকদের আকর্ষণ করতে পারতেন। তাঁর সুন্দর উপদেশের কারণে গির্জা সব সময় ভরা থাকত। পাপস্বীকার সংস্কারের বাইরেও অনেক অনুতাপী মানুষ তাঁর কাছে আসতেন উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে। সহজ সরল সাধারণ মানুষগুলো তাঁকে বুঝতে পারতেন। তাঁরা নিজেদেরকে জন ভিয়ান্নীর সাথে একাত্ম করে ফেলতেন।

ফাদার ভিয়ান্নী অবশ্যই সব সময় পাপস্বীকার শুনতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি তাঁর বিশপের কাছ থেকে

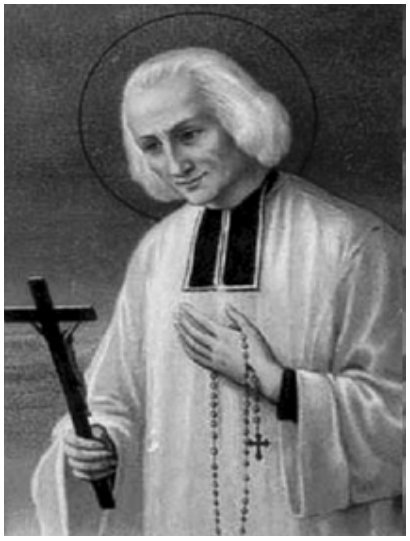

পাপস্বীকার শুনার অনুমতি পান নি। তিনি যেন পাপস্বীকার শুনতে পারেন তাই আবার তাঁর বিপদের বন্ধু তাঁর হয়ে বিশপের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ফাদার বেলী আর্চবিশপকে এই নিশ্চয়তা দিলেন যে তাঁর ছাত্র ফাদার ভিয়ান্নীর খ্রীষ্টিয় নৈতিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। যে কোন কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার মত সামর্থ তাঁর আছে।

ফাদার বেলীর মৃত্যুর পর ফাদার ভিয়ান্নীকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে লিয়ন্সের কাছে আর্স নামক এক অখ্যাত ক্ষুদ্র ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হ'ল। সেখানেই তিনি তাঁর বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। সেখানকার খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ছিলো মাত্র ২৫০ জন। পাঠাবার সময় ভিকার জেনারেল তাঁকে বলেন, ঐ ধর্মপল্লীতে ঈশ্বরের জন্য ভালোবাসা খুব একটা নেই, তুমি সে ভালবাসা উজ্জ্বলিত করবে।

আর্স ধর্মপল্লীতে এসে সত্যি তিনি প্রচণ্ড ধাক্কা খান। এখানে আসার পরের দিন সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে গিয়ে দেখেন গির্জা ঘরে মাত্র অল্প কয়েকজন মহিলা। তখন ভিকার জেনারেলের কথাগুলো মনে পড়ে গেল, "এই ক্ষুদ্র ধর্মপল্লীতে ঈশ্বরের ভালবাসা বেশী নাই।" এখানকার বেশির ভাগ লোকজনই সংস্কারগুলো গ্রহণ করার জন্য গির্জায় যেতেন না। প্রকৃত পক্ষে ঐ ধর্মপল্লীর লোকজন এবং কৃষকেরা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিকে উপেক্ষিত জীবন-যাপন করছিলেন। তারা ছিলেন মদ্যপানে আসক্ত, অনৈতিক অশালীল নাচে-গানে প্রমত্ত। তারা জুয়াও খেলতেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে অনেক কাজ করতে হবে। তাঁকে অবশ্যই এইসব পথ ভ্রষ্ট মানুষদের মনে পাপের জন্য অনুশোচনা, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ক্ষমার বিষয়ে নিশ্চয়তা ও পবিত্রতার পথে সাহায্য করতে হবে এবং ফাদার ভিয়ান্নী একটা জিনিস ভাল করেই জানতেন যে কি করে তাঁদেরকে ঈশ্বরের জন্য জয় করতে হয়। তাঁদের মন পরিবর্তনের জন্য তিনি তাঁর প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ করলেন। তিনি লোমের দ্বারা তৈরী কাপড় পড়তেন।

জন ভিয়ান্নী নিরবে ধর্মপল্লীর গরীব এবং পীড়িতদের সেবা করতে যেতেন। তাঁর উপর ন্যস্ত মেষপালের পরিবর্তনের জন্য তিনি প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা সময় পবিত্র সাক্রামেন্তের সামনে কাটাতেন। তাঁর জীবনের বাকী ৪০টি বৎসর তিনি তাঁর শরীরকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে ফেলতেন। তিনি নানা ধরণের কঠোর প্রায়শ্চিত্তও করতেন। এই সবই তিনি করতেন তাঁর মেষপালকের হয়ে অনুতাপ আর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। তিনি দুপুরে একটা সিদ্ধ আলু এবং রাতে একটি সিদ্ধ আলু ছাড়া আর কিছুই খেতেন না। দু'বেলা এই দু'টো আলু খেয়ে তিনি বেঁচেছিলেন। এটা একটা বিরাট আশ্চর্যের ব্যাপার। তিনি খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করতেন। তিনি কখনও তাঁর জীবনের জন্য বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদের জন্য অনুমতি দিতেন না। অনেক সময় তাঁর জীবন ব্যবস্থা আমাদের কাছে খুবই চরম বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর ফলাফল খুবই ভাল ছিল। তিনি এমন কঠোর ত্যাগ তপস্যার জীবন-যাপন করতেন তাঁর মেষশাবকদের জীবন পবিত্র করার জন্য। এটা ছিল তাঁর প্রধান চাওয়া ও পাওয়া।

গ্রামের ক্ষুদ্র ধর্মপল্লীর শিশুদের বিরামহীনভাবে অতি সহজ সরল ভাষায় ধর্মশিক্ষা দিতেন। শিক্ষা দানের সময় তাঁদের সাথে খুব সুন্দর ও দয়াশীল আচরণ করতেন এবং তাঁদেরকে এমনসব গল্প বলতেন যেসব গল্প শুনতে তাঁরা পছন্দ করতেন। দিনের পর দিন ধর্মশিক্ষা গ্রহণে শিশুদের সংখ্যা বাড়তে

লাগল। আর্স ধর্মপল্লীর পরিবারগুলোতে ফাদার ভিয়ান্নীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খ্রিস্ট বিশ্বাস দৃঢ় ও সবল হতে থাকল।

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই তাঁর শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন। তাঁর উপদেশ সকলেই পছন্দ করতেন। তিনি খুব সহজ সরল আকর্ষণীয় ভাষায় উপদেশ দিতেন। তাঁর উপদেশ শুনে গ্রামের লোকরা মনপরিবর্তন করতে শুরু করলেন। তিনি উপদেশ দিতেন সাধারণ ভাষায়, দৃষ্টান্ত দিতেন প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা থেকে।

ফাদার ভিয়ান্নী আর্স ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের ভাল ও কল্যাণের জন্য বিরামহীনভাবে কাজ করতে লাগলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি বৃদ্ধ ও রোগীদের সাক্ষাৎ দিতেন, যুবক-যুবতীদের সমস্যার কথা শুনতেন, তাঁদের কাছে সংস্কারগুলো নিয়ে আসতেন, অনাথ ও অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করতেন এবং তাঁদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। ফাদার জন ভিয়ান্নী অনেক অলৌকিক কাজ করতে পারতেন এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে বলে দিতে পারতেন। দুস্থ-দুর্গত মেয়েদের জন্য তিনি "লা প্রভিডেন্স" নামে একটি অনাথ আশ্রম খুলেন। আশ্রমটি পরে স্কুলে পরিণত হয় এবং এর অনুকরণে সারা ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে আরও স্কুল খোলা হয়।

বাড়ি বাড়ি সাক্ষাৎ করে ফাদার ভিয়ান্নী লোকদের উৎসাহিত করতেন যেন তাঁরা রোববারের খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন। এভাবে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে লোকদের উপস্থিতির সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিনি এত সুন্দরভাবে উপদেশ প্রস্তুত করতেন যে মানুষের অন্তর স্পর্শ করত। তাঁর উপদেশ একটু বড় হত। তিনি বেশিরভাগ সময় নরকের উপর উপদেশ দিতেন। তাঁর উপদেশের ফলে মদের দোকানগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ মানুষগুলো অনুভব করলেন মণ্ডলীর কাজে যথাসাধ্য দান করতে হবে, গির্জাঘর মেরামত করতে হবে। গির্জাঘরে সুন্দর সংস্কার কাজ এবং সেটাকে আরো প্রসারিত করার কাজ মানুষ খুবই পছন্দ করলেন। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে যোগাদান করাকে তারা এখন তাঁদের একটি অপরিহার্য অংশ মনে করেন। যখনই কেউ গির্জার কাছ দিয়ে যেতেন অল্প সময়ের জন্য হলেও তাঁরা গির্জায় ঢুকে প্রার্থনা করতেন।

ফাদার জন ভিয়ান্নীর জন্য পরবর্তী সমস্যা ছিল কিভাবে লোকদের পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণে আগ্রহশীল করে তোলা যায়। অনেকে মিশায় আসলেও পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতেন না। অল্প কিছু মানুষ মাত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতেন। তাই তিনি আরাধ্য সংস্কারের একটি ভ্রাতৃসংঘ তৈরী করেন। এই ভ্রাতৃসংঘ স্থাপনের উদ্দেশ্য হ'ল তারা যেন তাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসের জীবনে সংস্কারগুলো বুঝতে পারে।

তবে আর্স ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিতের সবচাইতে প্রধান এবং সফল শ্রম ছিলো পাপস্বীকারে আত্মাসমূহকে পরিচালনা করা। পাপের জন্য অনুতাপ ও পাপস্বীকার করার জন্য তিনি লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ফলে অনেক লোক তাঁর কাছে পাপস্বীকারে আসতে থাকেন। তারা তাঁর কাছ থেকে জানতে ও শিখতে পারেন যে পাপ করা মানে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা।

পাপস্বীকারে গেলে জন ভিয়ান্নীকে পাওয়া যায় এ বিষয়টা সবার কাছে জানাজানি হয়ে গেল। শীঘ্রই মানুষ জানতে পারলেন যে, ফাদার জন ভিয়ান্নী মানুষের মন পড়তে পারেন। পাপস্বীকারে না বলা পাপসমুদয় এবং কি ঘটতে যাচ্ছে আগে থেকেই অলৌকিক জ্ঞানে জানতে পারেন। তাঁর প্রার্থনায় অলৌকিকভাবে অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে কেবল যে আর্স ধর্মপল্লীটি নৈতিক এবং আত্মিকভাবে রূপান্তরিত হলো তা নয়, সারা ইউরোপ, এমন কি আমেরিকা থেকেও মানুষ আসতে লাগলো তাঁদের সমস্যা ভিয়ান্নীর কাছে ব্যক্ত করতে। এতো সংখ্যক মানুষের যাতায়াতের জন্য পাঁচটি অতিরিক্ত বাস লাইন চালু করা হলো। লিও রেলওয়ে ষ্টেশনে আর্স-এর তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ টিকিট কাউন্টার খোলা হলো।

জন মেরী ভিয়ান্নী দিনে ১৪ থেকে ১৮ ঘন্টা পাপস্বীকার শুনতেন, হোক তা প্রচণ্ড গরমের দিনে অথবা রক্ত জমানো ঠাণ্ডার দিন। তিনি পাপস্বীকার শুনতে বসতেন রাত একটা থেকে।

তীর্থযাত্রীগণ আর্সে আসতে শুরু করলেন। ফাদার ভিয়ান্নীর পবিত্রতার কথা আর গোপন রাখা গেল না। ফাদার ভিয়ান্নীর সবার জন্য সময় ছিল যদি তারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন। কাউকে কাউকে কোন খাবার ছাড়া বার ঘন্টাও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। এবং তাঁরা সকলেই আধ্যাত্মিকভাবে নিরাময় লাভ করতেন। কেউ যখন ফাদার ভিয়ান্নীর সামনে পাপস্বীকারের জন্য জানুপাত করতেন তিনি তখন নম্র ও সরলভাবে সবচেয়ে গোপন পাপ বলারও সাহস পেতেন। তার অন্তরে পাপের জন্য দুঃখ হতো। তারপরই ফাদার ভিয়ান্নীর কাছ থেকে আশা, উৎসাহ, সাহস ও শান্তি পেতেন। কখনও কখনও ঈশ্বরকে আঘাত দেয়ার গল্প বলতে গিয়ে তিনি কেঁদে দিতেন। যদি কেউ কোন পাপ না বলে গোপন করতেন ফাদার ভিয়ান্নী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে তিনি সব পাপ বলেন নি। তাঁর প্রার্থনার ফলে প্রত্যেকজন মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও শান্তি পেতেন। তিনি কখনও কোন আত্মাকে ভুলে যেতেন না। তাঁর সাধারণ উপদেশ, মৃদু ভৎসনা ভক্তের জীবন মনস্তাপে ভরে দিত এবং ভক্তের প্রার্থনা জীবন সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করত। সেই জীবন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হত এবং ভাল ফল দান করত।

গ্রামবাসী তাঁকে অনেক ভালবাসতেন। যখনই তারা কোন আধ্যাত্মিক বা জাগতিক প্রয়োজন অনুভব করতেন তাঁর কাছে আসতেন। সব কিছু ঠিকঠাকভাবে চলায় শয়তান কিন্তু খুশি ছিল না। শয়তান মানুষকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরানোর জন্য সব সময় চেষ্টা করত। শয়তানের সকল চেষ্টাই তিনি ব্যর্থ করে দিতেন। তিনি যখন খেতে বসতেন, যখন ঘুমাতে যেতেন এবং প্রার্থনার সময়ও শয়তান তাঁকে যন্ত্রণা দিত। কিন্তু তিনি সব প্রলোভনই জয় করতেন।

২০ বৎসর আর্স-এর তীর্থযাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২০ লক্ষেরও বেশী। তাঁদের মাঝে ছিলেন কার্ডিনাল, বিশপ, ধর্মব্রতী এবং সর্বস্তরের সাধারণ খ্রিস্টভক্ত। তাঁদের মাঝে ছিলেন দুঃস্থ, পীড়িত, দুদর্শাগ্রস্থ সকল ধরণের মানুষ।

ফাদার ভিয়ান্নী খুবই কম খেতেন, শরীরকে নানাভাবে ব্যাপক যন্ত্রণা দিতেন, ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করতেন এবং প্রচুর কাজ করতেন। তিনি তিন দিনের কাজ একদিনে শেষ করতেন। পবিত্র যাজক ভিয়ান্নী শয়তানকে কোন সুযোগই দিতেন না। শয়তান কখনও বিজয় অর্জন করতে পারত না।

আর্সের ক্ষুদ্র শহরের সকল মানুষ মনপরিবর্তন করার পর ফাদার ভিয়ান্নী তাঁর উপদেশে নরক সম্পর্কে খুব কমই বলতেন। তিনি এখন উপদেশ দেন ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর ভালবাসার উপর। বিশাল জন সমুদ্রের মাঝে তাঁকে উপদেশ দিতে খুব দেখা যেত।

ফাদার ভিয়ান্নীর শেষ ইচ্ছা ছিল ধর্মপল্লী ছেড়ে নির্জন সন্ন্যাসী হওয়ার। এ কারণে তিন তিনবার ধর্মপল্লী ছেড়ে চলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনবারই আবার ফিরে আসেন। আর্সের খ্রিস্টভক্তগণ তাঁকে অনেক ভালবাসতেন। তারা তাঁকে এক মুহূর্ত ছাড়তে রাজি নন। তাই তাঁর ভক্তদের মাঝে পালকীয় সেবা দায়িত্ব প্রদান করতে তাঁকে ফিরে আসতে হ'ল। আর্চে খ্রিস্টভক্তগণ নিজেরা আশ্রমে গিয়ে ফিরিয়ে আনেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাই তিনি আর্স-কেই নিজের বাড়ী মনে করে জীবনের বাকি সময় কাটিয়ে দিলেন। পাপীদের সঙ্গে তাঁর কাজ ছিল সেরকমই ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে যেমনটি চেয়েছিলেন। তিনি নির্জনবাসী একজন সন্ন্যাসীর মত না থেকে সাধারণ একজন পাল পুরোহিতের মতই ছিলেন। এটাই ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ফাদার ভিয়ান্নী ভাল করে জানতেন। "যদি ঈশ্বর আমার নির্জন ধ্যানময় জীবন যাপনের ইচ্ছা প্রত্যাখান করেন তবে আমি কাজের মধ্যে দিয়েই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হব।"

ফাদার জন মেরী ভিয়ান্নী দিনে মাত্র ৩ থেকে ৪ ঘন্টা ঘুমাতেন। খুব সামান্যই আহার গ্রহণ করতেন। লোকেরা ভেবে অবাক হতেন

কিভাবে তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর একমাত্র ভাবনা ছিল কিভাবে তাঁর ভক্তদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল করবেন। একজন মানুষও যদি পাপের মধ্যে থাকে তবে তাঁর চোখে ঘুমের লেশ মাত্র নেই। এটা কথিত আছে যে শয়তান শেষ রাতে তাঁর কাছে আসল যখনও তিনি পাপস্বীকার শুনছিলেন এবং তাঁকে ভীষণ কুৎসিতভাবে ভর্ৎসনা করে বলল, "তুমি আমার কাছ থেকে ৮৫,০০০ আত্মাকে নিয়ে গিয়েছ।"

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই অনেক তীর্থযাত্রী এই পবিত্র যাজকের অপেক্ষায় ছিলেন। গির্জায় যাবার পথে সিঁড়িতে তিনি পড়ে যান। কিন্তু তবুও কোন মতে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য নির্ধারিত কাজগুলিতে মনোযোগ দিলেন। কাজ শেষে যখন ঘরে ফিরে আসলেন তখন এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন যে বিরবির করে বলতে লাগলেন, "আমি আর কিছু করতে পারব না। আমার সময় শেষ।"

তাঁকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেয়া হ'ল। তাঁর সহকারী পুরোহিত তাঁর ঘরে আসলেন। ফাদার ভিয়ান্নীর শরীর সাদা ও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। নীচে তাঁর ভক্তেরা তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। দুপুর ১.০০টা বাজে তবুও তিনি আসেন না। এভাবে সময় গড়াতে গড়াতে ২:০০টা, ৩:০০টা বাজে। তারা বুঝতে পারেন তাদের প্রিয় পবিত্র ফাদার এখন মৃত্যু পথযাত্রী। নীচে থেকে তারা ফাদারকে ডেকে বলেন, "আমার শিশু সন্তানকে আশীর্বাদ করুন। আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন।"

মৃত্যুর আগে ফাদার ভিয়ান্নী তাঁর শেষ পাপস্বীকার করেন। একদল পুরোহিত তাঁকে দেখতে আসেন। তাঁকে তাঁরা অন্তিম পাথেয় দান করেন। এরপর তিনি নিরবে, নিঃশব্দে, শান্তভাবে, কোন দুঃখ ও যন্ত্রণা ছাড়াই ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তারিখটা ছিল ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ঠা আগষ্ট। পরম গুরুর দুই বাহুতলে শান্তিতে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

এখানে এই একটি মানুষ যিনি পৃথিবীর জ্ঞান সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ কিন্তু এটা তিনি ভাল করেই জানতেন যে ঈশ্বরের ভালবাসা হলো একমাত্র ভাল এবং একমাত্র খারাপ হলো পাপ।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ একাদশ পিউস তাঁকে সাধু বলে ঘোষণা করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীকে পাল-পুরোহিত এবং ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের প্রতিপালক সাধুরূপে ঘোষণা করা হয়। সারা পৃথিবীতে ভক্তজনগণ তাঁকে মহান সাধু হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। তিনি ছিলেন উদ্যমে আর প্রগতিশীলতার সীমাহীন ধৈর্য্য এবং নম্রতার প্রতিমূর্তি। তাঁর জীবনের শেষের দিকে তাঁকে লিও-এর যাজক সভার সম্মানিত সদস্য করা হয়। ফরাশী সরকার তাঁকে নাইট অব দ্য লিজেন অফ অনার উপাধি দান করেন॥

সৌজন্য : ফাদার আলবাট টমাস রোজারিও
'সাধু-সাধ্বীদের জীবনকথা'

# পাথর সময়

## খোকন কোড়ায়া

রান্না শেষ করে ফুলস্পীডে ফ্যান ছেড়ে সোফায় বসে সামিরা। আজ ওদের দশম বিবাহ বার্ষিকী। সোহেলের পছন্দের সাদা পোলাও, চিকেন কারি, বিফ ভুনা আর বেগুন ভাজা করেছে ও। সোহেল বলেছে ফেরার পথে কেক নিয়ে আসবে। সামিরা বলেছিলো -

- আজ না গেলে হয় না?
- কি করবো বল, ডাক্তারদের একটা বৈরী সময় যাচ্ছে এখন।
- কিন্তু তোমাদের হাসপাতালে তো করোনার চিকিৎসা হয় না।
- অন্য রোগীর চাপ আছে না, তাছাড়া ডাক্তারের স্বল্পতাও আছে কয়েকশ ডাক্তার এখন কোভিড - এ আক্রান্ত।
- ছয় বছরের প্রিয়ন্তীকে বুকে জড়িয়ে সামিরা বলেছিলো - আমার মেয়েকে ডাক্তার হতে দেবো না।
- অন্যদিন আড়াইটার মধ্যে চলে আসে সোহেল। সাড়ে তিনটায় ফোন করে সামিরা, সেলফোন বন্ধ। সাড়ে চারটায় সোহেলের ফোন

- সামিরা আমাদের গেস্ট রুমটা রেডি কর।
- কেউ আসবে?
- না, তোমাদের কোন জিনিস ঐ রুমে থাকলে বের করে ফেল, আর আমার কাপড়-চোপড়সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু ঐ রুমে রাখ। তোমাকে বলিনি, কোভিড-১৯ টেস্ট করতে দিয়েছিলাম, আজ রেজাল্ট দিয়েছে, আমি পজিটিভ। প্লিজ সামিরা ভেঙ্গে পড়ো না, আমি আসছি॥


**দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**

**১৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি**

**(১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)**
**তারিখ : ০২ অক্টোবর-২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার**
**সময় : বিকাল ৩:৩০ মিনিট**
**স্থান : সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়িপাড়া**

এতদ্বারা দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ০২ অক্টোবর-২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩:৩০ মিনিটে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়** অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**ধন্যবাদান্তে**

**অপূর্ব যাকোব রোজারিও**
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিষদ
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

**পংকজ লরেন্স কস্তা**
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা পরিষদ
দড়িপাড়া খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

বিজ্ঞ/১১৬/২০

## দুর্লভ উপহার দাও

তোমাকে কে বলেছে দুর্লভ উপহার কিনতে টাকা লাগে? হয়ত তোমার বেশি টাকা নেই। হতে পারে তোমার কোনো টাকা পয়সাই নেই। তোমার তার দরকার নেই। ভেবো না যে, ধনীদের দান করার জন্য হৃদয় মন আছে।

দুর্লভ উপহার প্রদানের তুলনা প্রতিযোগীতায় কেউ তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। আলাপ-আলোচনা, মনোযোগ, সম্মতি, অন্তদৃষ্টি, সময়, কর্মশক্তি, সহযোগিতায় আর বিশেষ করে ভালবাসা- এ সকলই দুর্লভ উপহার। এগুলো পার্থিব দ্রব্যসামগ্রীর চেয়ে অপরিসীম মূল্যবান। এ উপহার সামগ্রীগুলো তুমি দিতে পার।

এমনকি হাজার মাইল দূর থেকে তুমি শুভ কামনা করতে পার॥

**প্রার্থনা :** প্রভু! আমাকে আমার জীবন সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সব কিছুই তো উপহার হিসেবে দিয়েছ, যা আমি মানুষকে নির্দ্বিধায় দিতে পারি। এ উপহার কিনতে হয় না, টাকার চেয়ে তার মূল্য অনেক। এ দুর্লভ উপহারগুলো আবিষ্কার করতে আমাকে বিশেষ মন দাও। দ্রব্যসামগ্রীর চেয়ে সম্মতি, সহযোগীতা ও ভালবাসা যেন আমার শ্রেষ্ঠ উপহার। তোমার জয় হোক।

- আমেন।

**বই: ৬০টি উপায়, নিজেকে বিকশিত হতে দাও**

**** মূল লেখক:** মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি*

**** অনুবাদক :** রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)*

## অনুধ্যান

**(নিজে কর)**

… … … …

… … … …

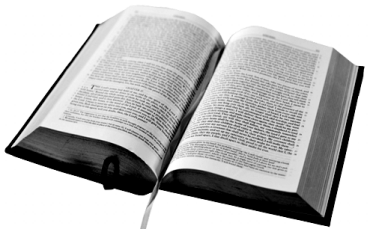

**এলিস মেরী পিউরীফিকেশন**

কেমন তোমার ছবি এঁকেছ!

## আষাঢ়ে বাদল বেলা

**অতুল আই গমেজ**

ঝরছে বাদল অহর্নিশি
ক্ষণিক বিরাম নাই,
সূর্য বলছে আষাঢ়ে বাদল
এবার আমি যাই।

সাদা-কালো মেঘের ভেলা
সারা আকাশ জুড়ে,
অঝোর ধারায় ঝরছে আবার
কখনো দাঁড়ায় সুরে।

গাছের পাতায় টিনের চালে
অঝোর ঝরার শব্দ,
নীলাকাশটা মেঘো মালায়
হয়ে গেছে জব্দ।

সূর্যি মামা ঘুমিয়ে আছে
মেঘো মালার ছাদে,
গাঢ় নীলা আকাশটা আজ
রঙিন মেঘের ফাঁদে।

পশু পাখিরা আশ্রয়ে গেলো
মানব কুলের ব্যাঘাত,
কাজের দায়ে বাহির হচ্ছে
পেটে নাই যে ভাত।

ঋতু রাণী বর্ষা এলো
এমনি ধারায় ঝরে,
মাঠের কাজ ফেলে কৃষক
আপন কুলায় ফিরে।
ঋতু রাণী বর্ষা হলেও
প্রায়ই কষ্ট আনে,
থেকে থেকে সোনার দেশটা
নষ্ট করে বানে।

কোথাও আনে সুখানন্দ
কোথাও দুঃখের বোঝা,
সুখে থাকে আমলা মন্ত্রী
কষ্ট করে প্রজা।

গ্রাম বাংলার কিশোর কিশোরী
কাটায় সারা বেলা,
মেঘে ভিজে নতুন পানিতে
করে তারা খেলা।

বৃষ্টি ভেজা পাখ পাখালী
নিরাশ বসে ডালে,
বগা বগী মাছের আশায়
ধ্যানে বসে খালে।

বর্ষা এলে শাঁক সবজী
নানা ফলের বাহার,
দেখতে বেজায় গ্রাম বাজারে
ফল-মূলের পাহাড়।
আষাঢ়ে বাদল ত্বরায় নামে
ক্ষাণিক নেই তো বিরাম,
অলস শরীর হেলান দিয়ে
সবাই করে আরাম।।

# আঠারগ্রাম কাথলিক টিচার্স টিম-এর আর্থিক প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রম

**পিটার শ্যামল রড্রিকস্** ▮ এক অনিশ্চিত আতঙ্কজনক মুহূর্তে বাংলাদেশ কাথলিক টিচার্স টিম-এর অঞ্চলভিত্তিক সংগঠন আঠারগ্রাম কাথলিক টিচার্স টিম সেবার হাত প্রসারিত করে আরও এক ধাপ এগিয়ে আসে আঠারগ্রাম অঞ্চল তথা গোল্লা, হাসনাবাদ, তুইতাল, শুলপুর মিশনের সেবাদানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে।

বিগত ৯ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ মঙ্গলবার বান্দুরা হলিক্রস বিদ্যালয় ও কলেজে সকাল ১০ঘটিকায় অত্র অঞ্চলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে টিমের পক্ষ থেকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বান্দুরা হলিক্রস স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ এবং আঠারগ্রাম কাথলিক টিচার্স টিমের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসিসহ আরও উপস্থিত ছিলেন বান্দুরা হলিক্রস স্কুল ও কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ব্রাদার তরেন জেমস পালমা সিএসসি, সেন্ট থেক্‌লাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার রুপালী কস্তা আরএনডিএম, তুইতাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরী ক্রিষ্টেল এসএমআরএসহ আঠারগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং টিমের কর্মকর্তাবৃন্দ।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে বান্দুরা হলিক্রস স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ এবং আঠারগ্রাম কাথলিক টিচার্স টিমের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি উপস্থিত সকলকে বর্তমানে বিশ্বব্যাপি এই অনিশ্চিত-ভয়াবহ পরিবেশে সাহস না হারিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলকে প্রার্থনাপূর্ণ জীবন-যাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন যে, "আমরা শিক্ষক, মানুষ গড়ার কারিগর। আমরা শুধু শ্রেণী কক্ষের শিক্ষক নই। বর্তমান পরিস্থিতিও আমরা আমাদের পরিবার ও সমাজে বেচে থাকার জন্য যা করণীয়, তা করতে সকলকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পরামর্শ দান করে যাবো। আমাদের এই প্রণোদনা প্যাকেজ-এর পরিমাণ খুব বড় না হলেও এতে আমাদের আন্তরিকতার ছোঁয়া রয়েছে। তাই আমরা যেন সাহস না হারিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলি। আমরা একটি পরিবার। তাহলো শিক্ষক পরিবার। আমরা একসাথে আছি এবং থাকবো।"

পরিশেষে, অত্র অঞ্চলের ৩২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতে টিমের পক্ষ থেকে আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ তুলে দেয়া হয় এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

# চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের প্রসাশক হিসেবে ফাদার লেনার্ড রিবেরু'র নাম ঘোষণা

**এলড্রিক বিশ্বাস** ▮ গত ২৬ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ক্যানন ল' ৪২২ অনুসারে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের ডাইয়োসিয়ান কলেজ অফ কনসাল্টরদের নির্বাচনে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের প্রশাসক/এ্যাডমিস্ট্রেটর হিসেবে ফাদার লেনার্ড কর্ণেলিউস রিবেরু'র নাম ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের পরবর্তী আর্চবিশপ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করবেন।

উল্লেখ্য, ফাদার লেনার্ড কর্ণেলিউস রিবেরুকে গত ২৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বিকেল ৫ টায় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডাইয়োসিসের ভিকার জেনারেল হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডাইয়োসিসের মাননীয় আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি। ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের গাজীপুর জেলার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু ও মাতা প্রয়াত যোসেফিন কোড়াইয়া। তিনি বনানী মেজর সেমিনারী থেকে থিওলজী সমাপ্তের পর ইংরেজী সাহিত্যে এমএ ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। ফিলিপাইনের সান্ত টমাস পন্টিফিক্যাল ইউনির্ভাসিটি থেকে ঐশতত্ত্বের উপর লাইসেনসিয়েট ডিগ্রী লাভ করেন।

পালকীয় কর্মজীবনে ফাদার লেনার্ড সহকারী পুরোহিত হিসেবে গৌরনদী, চট্টগ্রাম কাথিড্রাল, পরে পাল পুরোহিত হিসেবে নোয়াখালী, দিয়াং ও চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রালে সেবা দিয়েছেন। তিনি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডাইয়োসিসে সহকারী ভিকার জুডিশিয়াল হিসেবে আছেন, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং ২০১৭ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে আছেন জুডিশিয়াল কুরিয়া, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডাইয়োসিস। আমরা তার মঙ্গল কামনা করি।

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৭
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

# তোমরা ছিলে, আছো এবং থাকবে মোদের হৃদয় মাঝারে

**আগ্নেশ রোজারিও**
**জন্ম : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ**
**মৃত্যু : ৯ আগস্ট, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ**
দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

**ক্লেমেন্ট গমেজ**
**জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ**
**মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ**
দক্ষিণ পানজোরা, নাগরী ধর্মপল্লী

এ বিশ্ব জগত সংসারে তোমাদের উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম শান্তিতে স্বস্তিতে ও স্নেহাশ্রয়ে। সময়ের আবর্তে শত কর্মব্যস্ততায় কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। মা ও বাবা যেদিন আমাদের কাঁদিয়ে সব ভাইবোনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তোমরা চলে গেলে পরম পিতার কোলে। মা ও বাবা তোমরা আমাদের কাছে নেই, তবুও মনে হয় এইতো সেদিন তোমরা আমাদের মাঝে ছিলে হাসি আনন্দে। জান মা-বাবা মাঝে মাঝে মনে হয় যদি একটু তোমাদের স্নেহ, আদরের ছায়ায় যেতে পারতাম খুবই তৃপ্তি পেতাম। মা ও বাবা তোমাদের খুব miss করি।

আশীর্বাদ কর মা ও বাবা আমরা যেন তোমাদের আদর্শ, প্রার্থনাময়তা, আন্তরিকতা, নম্রতা, দয়া ও ত্যাগস্বীকার ও কঠোর কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।
পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করেন।

*পরিবারের পক্ষে —*

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : পুষ্প-প্রয়াত অমিয়, জয়ন্তী-কর্নেল
ছেলে ও ছেলে বউ : সুবাস-সবিতা, বিলাস-স্বপ্না, রিচার্ড-ইভা
ছেলে : ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি
নাতি-নাতনী : সীমা, লিমা, লিজা, পরিনীতা, অমিত, শিভন, জেইডেন, তনয়, মিশেল, সুইডেন ও স্তুতি

বিজ্ঞ/১১৪/২০

# মহামান্য আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা, বিনম্র মেষপালকের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রণাম
## যার জীবন-ধ্যানে প্রেমপূর্ণ সেবাদানে কর্মময় জীবনে প্রকাশিছে তব খ্রিস্টের নাম।

জীবন যার সরলতা-বিনম্রতা, আন্তরিকতা, সত্য ও আধ্যাত্মিকতায় মহিয়ান
তার মহাপ্রয়াণে অগণিত অনুরাগী-ভক্ত অশ্রুসিক্ত নয়নে স্মরিছে তার সুমহান অবদান।
চিনেছি যাকে বিগত ৪০ বছর ধরে, পেয়েছি যাকে মেজর সেমিনারীর পরিচালক
তার জীবনের শেষ ৬টি বছর তার সাথে একান্ত কর্মে পেলাম আদর্শ মেষপালক।
সিবিসিবিতে বহুবার তার সাথে একান্ত জীবন সহভাগিতায় জেনেছি মণ্ডলীকে ঘিরে স্বপ্ন
তার অকাল মৃত্যুতে স্থানীয় মণ্ডলীর হাহাকার, তার গুণ্যতায় চিনতে পারলো এই রত্ন।
সারা জীবন গড়েছেন নিজেকে সদালাপী, কষ্টসহিষ্ণু, অন্তরে-দৃঢ়তা আর ন্যায়-দর্পণে
সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে সাধুবেশী খ্রিস্টপ্রেমী মেষপালক চলে গেলেন নীরবে-নির্জনে।
পবিত্র আত্মার সপ্তদানে ভূষিত জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা, বিবেক, মনোবল, ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বরভীতি
আজীবন লভিয়াছেন নীরবে তিনি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-প্রীতি।।

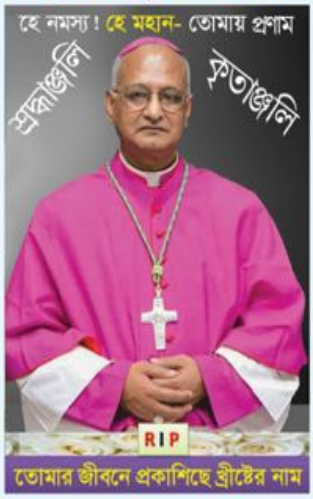


## Reflection on the life of ARCHBISHOP..

M : Meek and humble of heart
O : Obedient to God's Will
S : Simplicity in life
E : Experienced Personality
S : Servant-leader souls searcher

M : Missionary & Visionary
O : Optimistic and Orderly
N : Noble Character
T : Truth and Justice Seeker
U : Union with Christ and all

C : Christ-like exemplary shepherd
O : Organizer and open-minded
S : Solidarity with the poor & others
T : Transparent and Transformer
A : Active & Attentive to others

Reflection by : Fr. Jyoti Francis Costa

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 27
❖ 2 - 8 August, 2020 , ১৮ - ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

# ১ম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে...

## প্রয়াত ঝর্ণা ডরথী কস্তা

জন্ম : নভেম্বর ১৩, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : আগস্ট ০৬, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

*"সে যে ছিল মোদের আপন জন,*
*তারি তরে কাঁদে ব্যাকুল মন"*

স্বামী: বিমল ডি'কস্তা
মেয়ে: নিখিতা হেলেন ডি'কস্তা
ছেলে: জেফারসন এডুয়ার্ড ডি'কস্তা
দড়িপাড়া, সাহেব বাড়ী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

### ঝর্ণা ডরথী কস্তা-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

নাম : ঝর্ণা ডরথী কস্তা
পিতা : পল ডি'কস্তা (সরকারী অফিসার, পলিটেকনিক্যাল, বর্তমান ৮১ বছর বয়স)
মাতা : প্রয়াত মেরী মার্গারেট কস্তা (মৃত্যু ২০১২, ৬৪ বছর বয়সে)
স্বামী : বিমল ডি'কস্তা (দড়িপাড়া, সাহেব বাড়ী, বর্তমান-আমেরিকা)
১ ভাই : সরোজ ডি'কস্তা (লন্ডন)
৬ বোন ও জামাই : সীমা-দীপক, স্বপ্না-সুনির্মল, ঝর্ণা-বিমল, ব্রিজেট-রঞ্জন, তন্দ্রা-বিপুল, লিয়া-প্লাসিড (আমেরিকা)

### পড়াশুনা

১ম থেকে ৫ম শ্রেণী : ময়মনসিংহ স্কুল
৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী : রিফেলস্ পাবলিক স্কুল
কলেজ : তেজগাঁও মহিলা কলেজ
বি.এ. : নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা

### ট্রেনিং

১৯৯৪ - সেক্রেটারীয়েল স্কিল কোর্স
১৯৯৬ - কম্পিউটার স্কিল কোর্স

### কর্মজীবন

১৯৯৫/৯৬ - ঢাকা ক্রেডিট
১৯৯৭-২০১৮ - (২১ বছর) মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান হাউজিং স্যোসাইটি লি: (এসিস্ট্যাণ্ড ম্যানেজার, এডমিনিস্ট্রেশন)
২০১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেস্ট এ্যামপ্লয়ী এওয়ার্ড পুরস্কার গ্রহণ করেন।

### অসুস্থ্যতা

**২০১৮ জানুয়ারী - ২০১৯ আগস্ট (দেড় বছর):** ২০১৮ জানুয়ারী হাই ব্লাড প্রেসার ও হার্ট সমস্যার জন্য প্রথম তিনি স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে কিডনী সমস্যা ধরা পড়লে তিনি কলকাতার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। আরও ভাল চিকিৎসার জন্য চেন্নাই-এর ভেলুর-এও চিকিৎসা করেন। এইভাবে তিনি দেড় বছরে ৬ বার ভারতে যান চিকিৎসার জন্য এবং ঢাকার বার্ডেম, স্কয়ার, ইউনির্ভাসাল মেডিকেল কলেজ, (আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতাল) ইবনে সিনা হাসপাতাল, সেন্ট্রাল হাসপাতাল, কিডনী ফাউন্ডেশন ও এ্যাপোলো হাসপাতালে, বলতে গেলে প্রতি মাসেই দেশে-বিদেশে কোন না কোন হাসপাতালে ছিলেন এবং চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন।

**মৃত্যু:** শেষে তিনি ৬ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ভোর ৫:০০ টায় এ্যাপোলো হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

**আমরা ঝর্ণা ডরথী কস্তা-এর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং এই বেদনা গ্রহণ করার শক্তি যেন তার স্বামী ও সন্তানরা পান তার জন্য প্রার্থনা করি।**

শোকে মুহ্যমান পরিবার ও শুভানুধ্যায়ী ভক্ত সমাজ

বিজ্ঞ/১১৩/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**